মনসামঙ্গল।

কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত।

কলিকাতা,

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন্ প্রেসে,

শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৬ সাল।

53C 17/A

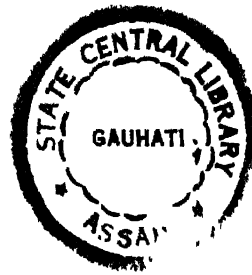

STATE CENTRAL LIBRARY
GAUHATI
ASSAM

ভূমিকা।

অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে গীতধ্বনি সমগ্র বঙ্গভবনকে মুখরিত করিয়া তুলিত, ইহা ক্ষেমানন্দ-বিরচিত সেই মঙ্গলগীতি। যে বেহুলা সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বঙ্গকুলাঙ্গনাগণের পূজোপহার ও ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন, ইহা নারী-কুল-শিরোমণি সেই বেহুলারই পবিত্র গাথা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি যেরূপ বঙ্গনরনারীর চরিত্র-গঠনে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলও সেইরূপ বঙ্গীয় ললনা-কুলকে পাতিব্রত্যধর্ম্মে গঠিয়া তুলিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। পরন্তু নানা কারণে প্রাচীন গ্রন্থের আদর্শ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় গোবিন্দচন্দ্র গীতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কেতকা-নন্দ দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস কৃত মনসার উপাখ্যান বা ভাসানের এক আদর্শগ্রন্থ অবশ্যই ছিল। বর্ত্তমানে তাহা লোপ পাইয়াছে।" অদ্য অতীব আনন্দের সহিত আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাইতেছি যে, ক্ষেমানন্দ কৃত মনসামঙ্গলের আদর্শগ্রন্থ এখনও একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান করিতে করিতে মানভূম জেলার অন্তর্গত লাডা-পাবড়া গ্রাম হইতে আমরা মনসা-

মঙ্গলের একখানি পুঁথি প্রাপ্ত হই*। পুঁথি খানি পাঠ এবং আলোচনা করিয়া উহা যে ক্ষেমানন্দ-কৃত মনসামঙ্গলের আদর্শ, আমাদের এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে। গ্রন্থখানি নয়টী পদে সম্পূর্ণ। সকল পদগুলিই ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। অধুনা ক্ষেমানন্দ বিরচিত বলিয়া যতগুলি পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহার কোন একখানির সহিত উহার মিল নাই। পুঁথিখানির আর এক বিশেষত্ব—উহা দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। ক্ষেমানন্দের ভাষা সরল, সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত গ্রন্থখানিকে আমরা আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি।

আখ্যানভাগের স্থূল মর্ম্ম এইরূপ,—"চম্পানগরে চন্দ্রধর বা চন্দ্রভবনামা জনৈক বণিকৃরাজ বাস করিতেন। ইনি শিবভক্ত ছিলেন; কিন্তু ভগবৎ-শক্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া স্বশক্তির উপর অধিকতর নির্ভর করিতে ভালবাসিতেন। এই সূত্রে শিবমায়ারূপিণী পদ্মাদেবীর সহিত তাঁহার একটা বিবাদের সূচনা হয়। কিয়দ্দিবস গত হইলে চাঁদ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ছয় পুত্রসহ সিংহল যাত্রা করেন। তথায় দ্বাদশ বর্ষকাল বাণিজ্য করিয়া স্বদেশাভিমুখে নৌকা চালনা করেন। পথিমধ্যে বিষহরি ছদ্মবেশে দর্শন দেন এবং তাঁহার পূজা করিতে অনুরোধ করেন। পূজা করা দূরের

---

*, ১৩১৫, ২৫শে মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭ম মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত।

কথা, সদাগর তাঁহাকে যৎপরো নাস্তি অবমাননা সহকারে বিতাড়িত করিয়া দেন। ইহার ফলে চাঁদের পুত্রগণ সহ ছয় ডিঙ্গা ধন জলমগ্ন হয়। বণিকবরের ক্ষোভ ও রোষের সীমা পরিসীমা রহিল না। যাহা হউক, চম্পা পৌঁছিয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ তনয় লখিন্দরের মুখ দেখিয়া কতকটা স্বস্থ হইলেন। উজানী নগরবাসী সাহ নামা শ্রেষ্ঠিকন্যা বেহুলার সহিত লখিন্দরের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল এবং যথাসময়ে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু দৈবের নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? বিবাহ-বাসরে লৌহনির্ম্মিত মন্দির মধ্যে সর্প-দংশনে লখিন্দরের মৃত্যু হইল। চাঁদ একবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। আর বেহুলার দশা যাহা হইবার হইল। লখিন্দরের ত্যক্ত শরীরের অগ্নিসংস্কার উদ্যোগ হইলে বেহুলা দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, 'আমায় একটী কলার মান্দাস প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হউক; আমি স্বামীর মৃতদেহ লইয়া গাঙ্গুড়ির জলে ভাসিব। যদি দেবতাকে প্রীত করিয়া পতির জীবন লাভ করিতে পারি—দেশে ফিরিব, নচেৎ তাঁহার যে গতি, আমারও তাহাই।' মান্দাস সজ্জা হইলে বেহুলা লখিন্দরের মৃত্যুবিবর্ণীকৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া মান্দাসে গিয়া বসিলেন এবং খরস্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহুকষ্টে দেবতাকে প্রসন্ন করতঃ পতি ও চাঁদের অপর ছয় পুত্রের জীবন লাভে সমর্থা হইলেন। দেবতার প্রসাদে বাণিজ্য-সম্ভারপূর্ণ ছয়খানি ডিঙ্গারও উদ্ধার হইল। সকলে দেশে ফিরিলেন। সাধু-পত্নী সনকার আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু সদাগর মনসার চরণে অন্ততঃ পুষ্পজল প্রদান না করিলে তাঁহারা পুনরায়

মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। প্রথমতঃ চাঁদ কিছুতে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে বেহুলা ও সনকার কাতর ক্রন্দনে দেবীপূজা অঙ্গীকার করিলেন।'

ভাববৈচিত্র্য বা রচনা-পারিপাট্যের অভাব পরিলক্ষিত হইলেও এই ক্ষুদ্র কাব্যখানিতে যাহা আছে, তাহা জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জলপথে বেহুলার অশেষ লাঞ্ছনার কথা মনে হইলে রাক্ষসীপরিবেষ্টিতা সীতাদেবীর বিবিধ বিড়ম্বনাময় চিত্র স্বতই মানসপটে উদিত হয় এবং মৃত পতির জীবন-লাভ-ব্যাপারে সাবিত্রীকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

কবি, শিব-শক্তি মনসাদেবীর পূজার ব্যবস্থা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে দেখাইলেন, শাক্তকে ত্যাগ করিয়া কখন শিবকে লাভ করা যায় না।

গ্রন্থোল্লিখিত স্থানগুলির ভৌগলিক সংস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। শুদ্ধ প্রবাদের উপর নির্ভর করিলে চাঁদের নিবাসভূমি কোথায় ছিল স্থির করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ জেলাতেই চাদ সদাগরের কোন না কোন নিদর্শন দেখা যায়। কোথাও চাদের প্রতিষ্ঠিত দেউল, কোথাও চাঁদের নিখাত দীঘা, কোন স্থানে বা চাঁদের ভিটা, অন্যত্র বেহুলার বাসরের ভগ্নস্তূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বলেন, "মনসার ভাসান-গান এক সময়ে বঙ্গীয় জনসাধারণের এত প্রিয় ছিল যে, এতদ্দেশের প্রত্যেক জেলার লোকেরা ভাসান-গানের নায়ক চন্দ্রধরের নিবাসভূমি স্বীয় জন্মস্থানের অদূরবর্ত্তী কল্পনা করিয়া সুখানু-

ভব করিত। (১) কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, প্রকৃতই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাঁদের কার্য্যালয় অথবা বিলাসভবন ছিল। কোথাও কোথাও বা তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কোন স্থানে বা তাঁহার খনিত সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। চাঁদের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী বণিকের পক্ষে তাহা বিচিত্র নহে। আবার যে সকল স্থানের সহিত তাঁহার কোন-রূপ সংস্রব ঘটিয়াছিল, সেই সকল স্থানে বেহুলাঘটিত বৃত্তান্ত ছড়াইয়া পড়া সম্ভব এবং উপাখ্যানবর্ণিত স্থানসমূহের নামানুসারে নূতন নূতন স্থানের নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহা হউক, সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্গদেশের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ চম্পানগরে (বর্ত্তমান ভগলপুরের পশ্চিমাংশ) চন্দ্রধর বাস করিতেন বলিয়া আমরা অনুমান করি। চম্পা-নগরের অনতিদূরে উজানী (২) নামে একটী গ্রাম আছে। উজানীতে বেহুলার পিত্রালয়। বেহুলার বাসরের ভগ্নস্তূপ এখনও লোকে দেখাইয়া দেয়। বেহুলার ঘাটও রহিয়াছে। নাথনগরের সন্নিকটে প্রতিবর্ষ শ্রাবণ মাসে বেহুলার মেলা নামে একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

লখিন্দর বা নখিন্দর (পালি লংকিন্দ), বেহুলা (পালি বহুলা), সাহ বেণে (মনসার ভাসানে সায় বেণে) চুহিলা (৩) পাত্র ধোবিন প্রভৃতি নামগুলি দেখিয়া ইহাদিগকে অঙ্গবাসী

---

(১) বেহুলার ভূমিকা, পৃঃ ৶০।

(২) মনসার ভাসানে 'নিছনী,' কিন্তু আমাদের পুথিতে উজানী পাঠ আছে।

(৩) বেহুলার মাতা, মনসার ভাসানে 'অমলা' আছে।

বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্গীয় কবিগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন মাত্র।

চাঁদ যখন সিংহলযাত্রা করেন, লখিন্দর তখন মাতৃগর্ভে,—

"যখন বাণিজ্যে যায় চান্দ সদাগর।
পাঁচ মাস গর্ভে তখন বালা লখিন্দর॥"

চাঁদ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া বাণিজ্য করিলেন,—

"এই বার বৎসর বাণিজ্য করিল।"

তারপর যখন দেশে ফিরিতেছেন পথে নন্দবর রামের সহিত দেখা। রাম অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর বলিলেন,—

"এক পুত্র হইল তোমার এ বার বৎসরে॥"

দেশে ফিরিয়াই চাঁদ লখিন্দরের বিবাহ দিলেন। তখন লখিন্দরের বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশের অধিক হইবে না। এদিকে বেহুলা তখন যুবতী। মনসার ভাসান পুস্তকে ঘটক পাত্রী অন্বেষণে বাহির হইয়া সায় বেণের ঘরে বেহুলাকে দেখিয়া বলিলেন,—

"এত বড় যোগ্য কন্যা কোন খানে নাই।"
"এ কন্যারে দেখিয়া লোকের মন ভুলে॥"

বিবাহবাসরে লখিন্দর বেহুলাকে বলিতেছেন,—আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, আমায় অন্ন বাঁধিয়া দাও, তবে আমার প্রাণ বাঁচে—

"অন্ন রান্ধিয়ে বেহুলা দেহ শীঘ্রগতি।
তবে আমার প্রাণ বাঁচে বেহুলা যুবতী॥"

বেহুলা কোন প্রকারে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া লখিন্দরকে ভোজন করাইলেন এবং আচমন করাইয়া দিলেন,—

"আচমন করাইল বেহুলা যুবতী ॥"

বঙ্গদেশের বণিকসম্প্রদায় মধ্যে অতি শৈশবে কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রথাই দেখা যায়। কিন্তু বিহার অঞ্চলে বিশেষতঃ উচ্চবংশীয়া কন্যাগণের অধিক বয়সেই বিবাহ হয়। অধিকন্তু বর ও কন্যা সমবয়স্ক অথবা বর অপেক্ষা কন্যার অধিক বয়স হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। বর অপেক্ষা কন্যা বয়সে, বড় এরূপ বিবাহ—বিহারী সম্ভ্রান্ত পরিবারমধ্যে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহা হইতেও অনুমিত হইতে পারে, চাঁদ অঙ্গবাসী ছিলেন।

গ্রন্থে কর্ত্তায় নাম পুরুষ, ক্রিয়ায় উত্তম পুরুষ; কর্ত্তায় উত্তম পুরুষ, ক্রিয়ায় নাম পুরুষ; তৃতীয়া স্থলে সপ্তমী বিভক্তি, সপ্তমী স্থলে প্রথমা প্রয়োগ প্রভৃতি দৃষ্ট হইবে। অল্প কয়েকটী মাত্র বৈদেশিক শব্দের ব্যবহার আছে।

কবি গ্রন্থমধ্যে কোথাও আত্মপরিচয় দিয়া যান নাই। গ্রন্থের সমাপ্তিসূচক এমন কোন পুষ্পিকা পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা কবির সময় নিরূপিত হইতে পারে। রচনা প্রভৃতি দেখিয়া কবি ৩৫০ শত বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলা যায়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কবিকে ৪০০ শত বর্ষেরও প্রাচীন বলিয়াছেন। (১) কেহ কেহ কেমানন্দকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। (২) 'কপিলা,' 'বিজ,' 'ভালা'

---

(১) বিশ্বকোষ, ৪র্থ ভাগ, ৭৩৫ পৃঃ।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ ৪৪১ পৃঃ।

'খরিস,' 'দণ্ড' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া ইহাকে বর্দ্ধমানের পশ্চিমাংশের লোক মনে হয়।

প্রাচীন ভাষা ও বর্ণবিন্যাস যতদূর সম্ভব রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

বেলিয়াতোড়,
বাঁকুড়া।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়
সম্পাদক।

মনসা-মঙ্গল।

শ্রীশ্রীরাধামাধব গতিঃ।

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥

অথ মনসা-মঙ্গল লিখ্যতে।

বাম দুলালিযারে যাদব দুলালিয়া।
ওরে কত দিন বেড়াবে গোপাল হাঁমাগুড়ি দিয়া॥
নাঞি রে বিষ নাঞি রে নাঞি কালিয়ার গায়।
ধরল ধূলিয়ার বিষ ধূলিতে লোটায়॥
হাটিতে জানিলে গোপাল খাত্যে(১) দিব ননী।
ওরে করে দিব টাড়(২) বালা গলে হার মণি॥
গোপালের করে তবে যশোমতি ধরে।
চল দেখি বাছা ক্ষীর-সর দিব তোরে॥

---

(১) খাত্যে—খাইতে।
(২) টাড়—তাড়ঙ্ক, হস্তালঙ্কার-ভেদ।

গোপালে খায়াঞে(১) ননী রাণী আনন্দিত।
আস্ত আস্ত(২) বাছা মোর শুন নন্দসুত॥
এতেক বলিয়ে রাণী দেই করতাল।
মগনে নাচয়ে তবে সুন্দর গোপাল॥
শুন শুন ওরে বাছা মোর বোল রাখ।
বাছা নাচিয়ে নাচিয়ে আস্ত মা বলিয়ে ডাক॥
ত্রিভঙ্গ হইয়ে নাচে হলধর হরি।
ওবে তা দেখিযে আনন্দিত নন্দগোপনারী॥
রাম বল জন্ম গেল বস্তে(৩) থাক মিছা।
ও ভাই পলাইতে পথ নাঞি কাল আছে পিছা॥
চৌদিগ্ বেড়িল জালে জেল্যা(৪) বড় দঢ়।
সবাই মেল্যে(৫) ভজ রাম কিবা ছোট বড়॥
বরষাতে পড়ে যেন আছায়া(৬) পাঁচীর।
তেমনি পড়িবে কবে এ পাপ শরীর॥
স্ত্রী পুত্র পরিবার কেহো নহে কার।
দুঞাখি(৭) মুদিলে রে জগৎ অন্ধকার॥
তেঞি বলি ওরে জীব শ্রীরামকে ডাক।
ও ভাই ঘুমাইলে কোথা থাক মনে ভাব্যে(৮) দেখ

(১) খায়াঞে—খাওয়াইয়া।
(২) আস্ত আস্ত—আইস আইস।
(৩) বস্তে—বসিয়ে। (৪) জল্যা—জালুক।
(৫) মেল্যে—মিলিয়া
(৬) আছায়া—অনাচ্ছাদিত। (৭) ঞাখি—আঁখি
(৮) ভাব্যে—ভাবিয়ে বা ভাবিয়া।

ধন কড়ি মালমাত্তা সব রইবে গাড়া(১)।
আসিবে যমের দূত বান্ধিবে খাড়া খাড়া॥
যমদূত আসে যখন বান্ধ্যে লয়ে যাবে।
সীতারাম বিনে তখন কার দোহাই দিবে॥
বন্দিব শ্রীগণপতি শিবের নন্দন।
একদন্ত স্থূলতনু মূষিকবাহন॥
বন্দো প্রভু রঘুনাথ কমললোচন।
চন্দ্র সূর্য্য বন্দি আর বরুণ পবন॥
সাবধান হয়ে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী।
যাহার পরশে ভাই হয় মোক্ষগতি॥
বন্দো শিব ভোলানাথ করি নমস্কার।
কালকূট বিষ যেই করিল সংহার॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ বন্দো পাতালে বাসুকি।
গরুড় অরুণ বন্দো হইয়ে কৌতুকী॥
গয়ায় গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব।
অযোধ্যাতে রাম বন্দো গোকুলে যাদব॥
বন্দিব শ্রীনদ্যারচান্দ বড় গীত আশে।
যার গুণে হরিনাম হইল কাশে॥
অড়োষ্যাতে(২) বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ।
এমন কোথায়(৩) শুনিনাঞি বাজারে বিকায় ভাত॥

(১) গাড়া—প্রোথিত।
(২) অড়োষ্যাতে—উড়িষ্যাতে
(৩) কোথায়—কোথাও;

নীলাচলের পথে যাত্যে বড় লাগে দুঃখ।
সব দুঃখ দূরে যাবে দেখ্যে চান্দমুখ॥
আঠারলালাতে যাত্যে খাঞে বেতের বাড়ি।
বেতের বাড়ি খাঞে পাপী যায় গড়াগড়ি॥
জগন্নাথের মুখ দেখি দুঃখ পাসরিল।
কুলাচলে যাঞে যাত্রী গড়াগড়ি দিল॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে বারেবার।
যার গুণে মহা পাপীর হইল উদ্ধার॥
আস্য মা মনসা দেবি ঘটে কর ভর।
তোমার মঙ্গল গাইবেক অধম পামর॥
আমার আসরে আস্যে দেবি মা মনসা।
গায়ে দিবে বল মাতা তোমারি যে আশা॥
আমার আসর ছাড়ে অন্যের আসরে যায়(১)।
দোহাই মা শিবের গণেশের মাথা খায়॥
মনসা বসিল আসি আমার আসরে।
কার্ত্তিক গণেশ আইল দুই সহোদরে॥
বন্দো উমা কাত্যায়নী করিয়ে ভকতি।
সাবধানে হঞা বন্দো দেবী সরস্বতী॥
গ্রাম গ্রামের যত দেবী কোরে একতাল।
শ্রীগুরুচরণে ভক্তি রহুক সর্ব্বকাল॥
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু করি নমস্কার।
যাহার প্রসাদে জ্ঞান হবে সভাকার॥

১) যায়—যাও। খায়—খাও ইত্যাদি।

সব গুরু বন্দো ভাই হেঁট(১) করো মাথা।
ঘরের গুরু বন্দিব আপন পিতামাতা॥
রোহিণী যোগিনী বন্দো যক্ষ প্রেত ভূত।
কার নাম জানি নাঞি আছেহ বহুত॥
তুমি মোর ভগিনী তোমার আমি ভাই।
আসরে করিলে ঘা মনসার দোহাই॥
দোহাই না মান যদি মোরে কর ঘা।
তবে শিক্ষাগুরুর মাথাতে পাখাল বাম পা॥
বড় বড় গুরু বন্দো কামাখ্যা-কামিনী।
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি॥
বন্দনা করিতে ভাই হবে অলুক্ষণ।
একত্রে বন্দিয়ে গাইব সব দেবগণ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার।
মনসা-মঙ্গল গীত করিব উচ্চার॥
ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করিয়ে মিনতি।
আসরে করহ খেলা দেবি পদ্মাবতি॥

সদাগরের সিংহল যাত্রা।

শুভক্ষণে বন্দো দেবী মনসার চরণ।
ওমা কপিলা(২) ছাড়িয়ে গো আসরে দেহ মন॥
শুন শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন।
মনসার মঙ্গল গীত করহ শ্রবণ॥

---

(১) হেঁট—অবনত। (২) কপিলা—পীঠ, আয়তন।

চান্দ সদাগর তার চম্পানগরে বাস।
মনসার সঙ্গে হেহোঁ করিল বিবাদ॥
দেবী বলে চান্দ বাণ্যা আমার বাক্য ধর।
কড়ারনা পুষ্প জলে যে মনসার সেবা কর॥
এতেক শুনিঞে চান্দ কোপ কৈল মনে।
চেঙ্গমুড়ী কাণী আমি পূজিব কেমনে॥
চান্দ বলে মোর দেব প্রভু ভোলানাথ।
আর কোন দেবী নাঞি করি প্রণিপাত॥
মনসার সঙ্গে বাদ চান্দ বেণ্যা কৈল।
ছয় পুত্র লয়ে চান্দ বাণিজ্যে চলিল॥
যখন বাণিজ্যে যায় চান্দ সদাগর।
পাঁচ মাস গর্ভে তখন বালা লখিন্দর॥
সনকারে ডাক্যে চান্দ বলেন আপনে।
সাবধান হয়ে তুমি থাকহ ভুবনে॥
সিংঘলের(১) মুখে সাধু চলে শীঘ্রগতি।
বাহ বাহ বলে নৌকা কিবা দিবারাতি॥
ছয় পুত্র লয়ে চান্দ শীঘ্রগতি চলে।
উপনীত হৈল গিয়ে পাটন সিংঘলে॥
নৌকা লাগাইল সাধু সমুদ্রকিনারে।
মনের কৌতুকে সাধু নাম্বিলা সত্বরে॥
রাজভেট লয়ে সাধু বিদায় হইল।
উত্তম স্থানেতে যাঞে বাসা যে করিল॥

(১) সিংঘলের—সিংহলের।

বাণিজ্যের আরম্ভ করিল সদাগর।
বিকিকিনি করে সাধু নাঞি অবসর॥
লবঙ্গ কর্পূর লেই সুগন্ধি চন্দন।
সোণা রূপা লেই আর বস্ত্র আভরণ॥
জোড় ধুতি লেই বেণ্যা চিকণ বনাত।
আনন্দাই শাড়ী(১) চেলী মল্‌মল্‌ সহিত॥
ছিট ওড়নী লেই গরভস্তী ডুর্য্যা।
নীল শাড়ী লেই সাধু বড় যত্ন কর্য্যা॥
পাট পাটাম্বর লেই সালমের থান।
ভোটকম্বল লেই সাধু অতি অনুপাম॥
হীরা মণি মাণিক লেই রত্নের কঙ্কণ।
চামর লইল তবে বণিকনন্দন॥
ঘোড়া জোড়া লেই সাধু মনের কৌতুকে।
জয়িত্রী জায়ফল লেই যেখানে যে দেখে॥
শঙ্খ লেই সিন্দুর লেই চান্দ সদাগর।
নারীর ভূষণ লেই গন্ধ মনোহর॥
তরবার বন্দুক কাটারী নিল কাঁচী ছুরী।
ঢাল ফরি লেই সাধু অনুমান করি॥
গুবাক নারীকেল আর মুগা(২) মতি নিল।
ঔষধ কিনিঞে নিল যেখানে যে ছিল॥
জীরামরিচ মেথি আর ধন্যা গুল্‌ফা নিল।
কালজীরা পঞ্চলবণ সত্বরে লইল॥

১) শাড়ী—নয়োঢ়ার বস্ত্র। (২) মুগা—প্রবাল।

তুরী ভেরী লেই সাধু নাগরা নিশান।
তীর কামান লেই বেণ্যা অতি অনুপাম॥
এই ভাবে বারবৎসর বাণিজ্য করিল।
নৌকা ভরা হৈল সাধু রাজার পাশে গেল॥
সদাগর বলে রাজা দেশে যাব আমি।
বিদায় হইয়ে যদি আজ্ঞা দেহ তুমি॥
রাজা বলে নিজ দেশে যাহ সদাগর।
বাণিজ্য হইল তোমার এ বার বৎসর॥
রাজার স্থানে বিদায় হৈল চান্দ বেণ্যা।
দেশকে যাইতে সাধু করিল মন্ত্রণা॥
সাত নৌকা ধন লয়ে দেশেতে চলিল।
বাহ বাহ বল্যে চান্দ বলিতে লাগিল॥
নৌকা বাঞে(১) যায় সাধু দিবসরজনী।
দেখি মনে কোপ কৈলা জগতজননী॥
তখন মনসা দেবী কোন্ বুদ্ধি কৈল।
চান্দকে ছলিতে দেবী ব্রাহ্মণী হইল॥
নদীর কিনারে গেলা জগতজননী।
ডাকিয়া বলিলা সাধু শুন মোর বাণী॥
সাত নৌকা নিঞে যায় কিবা বটে ধন।
শুনি চান্দ বেণ্যা তবে ক্রোধ কৈল মন॥
রমণী বটহ তুমি পরিচয়ে কি কাজ।
পথের মাঝে কথা কহ মুখে নাঞি লাজ॥

(১) বাঞে—বাহিত করিয়া।

কাহার বহুআরী তুমি কাহার ঝিআরী।
কি কারণে হেথা তুমি আল্যে একেশ্বরী॥
মনসা বলিল সাধু আমি সে ব্রাহ্মণী।
কিছু ভিক্ষা দেহ সাধু তোরে কহি বাণী॥
অনুমান করো চান্দ ভাবে মনে মনে।
মনসা বলিয়া চান্দ জানিলা আপনে॥
চান্দ বলে নৌকায় ভাণ্ডারী আছে কেন্ন।
এক কড়া কড়ি ইহারে ফেল্যে দেয়॥
তা শুনি মনসা দেবীর অগ্নি জ্বলে গায়।
পাকা এাখি করো দেবী চান্দের পানে চায়॥
অনেক দূর হৈতে আইল তোর নাম শুন্যে।
কৃপণ কৃপণ বাণ্যা কহ এক কড়া যাহ নঞে॥
এক দিনের সেবা চালায় শুন সদাগর।
ওরে এক ভিক্ষা মাগি আমি তোমার গোচর॥
আমার পূজায় লাগে দধি দুগ্ধ ছেনা।
পুষ্প জল লাগে ওরে শুন চান্দ বাণ্যা॥
মিষ্টান্ন অনেক দেই কোন কোন জন।
ভক্তি করি ফল জল দেই কোন জন॥
চান্দ বলে দ্বন্দ্বে জেতে কোন্ প্রয়োজন।
এক কড়া কড়ি লয়ে করহ গমন॥
কড়ার ভিখারী তুমি লয়ে যায় কড়া।
দ্বন্দ্বেজ করিলে আর নাঞি পাবে বাড়া॥
মনসা বলিল রে বাণ্যা স্থির কর মন।
পাছে এক দিন সাধু পূজিবে চরণ॥

চান্দ বলে হেথা হৈতে করহ গমন।
নতুবা ইহার ফল পাইবে এখন॥
শুনিঞা মনসা দেবী কোপ কৈল মন।
নিশ্বাস ছাড়িয়ে মাতা করিলা গমন॥
মনসা চলিয়ে গেল সর্ব্বনাশ হৈল।
মনসার নিশ্বাস যাঞে নৌকা প্রবেশিল॥
টলবল করে নৌকা স্থির নহে জলে।
নৌকা সমেত চান্দের পুত্র রসাতলে চলে।
ঘুরিযে ঘুরিযে ছয় নৌকা যে ডুবিল।
দেখিয়ে চান্দের প্রাণ আকুল হইল॥
চান্দ বলে এই ছিল আমার কপালে।
এককালে ছয় পুত্র ডুবো মৈল জলে॥
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর আছে কোন্ কাজে।
আমি কোন্ লাজে দা ইব লোকমাঝে॥
কেমনে ধরিব প্রাণ ছয়পুত্র শোকে।
নিদারুণ বিধি এই করিল আমাকে॥
চান্দ সদাগর কান্দে হইযে আকুল।
নঞানের জলে ভাসে অঙ্গের দুকূল॥
আমি জলে ঝাপ দিযে তেজিব জীবন।
কোন লাগে আমি আর দেখাব বদন॥
এতেক বলিয়ে সাধু জলে ঝাপ দিল।
অগম দরিয়ার জল একহাঁটু হৈল॥
ডুবিয়ে ডুবিয়ে চান্দ বুলযে আপনে।
দৈবের বিপাক চান্দের না হৈল্য মরণে॥

ডুবিয়ে বুলয়ে চান্দ সমুদ্র ভিতরে।
ঢেউএর হিল্লোলে তারে উঠাইল তীরে॥
প্রাণ নাঞি গেল চান্দের ভাবে মনে মনে।
নৌকায় যাইয়ে চান্দ চাপে ততক্ষণে॥
নৌকায় বসিয়ে বেণ্যা কান্দিয়ে বিকল।
কি করিতে কিবা হৈল এই না কর্ম্মের ফল॥
ছয় বধূ আমার যে পূর্ণ শশধর।
বিধবা হইবে বধূ আমার গোচর॥
কেমনে যাইব আমি আপন গৃহেতে।
বধূগণের দুঃখ আমি নারিব দেখিতে॥
এতেক ভাবিয়ে চান্দ করয়ে রোদন।
পথের মধ্যে রাম সনে হৈল দরশন॥
চম্পানগরে ঘর রাম সদাগর।
শীঘ্রগতি গেলা রাম চান্দের গোচর॥
রাম বলে চান্দ বেণ্যা আছ হে কুশলে।
চান্দ বলে ছয় পুত্র ডুবো মল্য জলে॥
কি বল কি বল বল্যে রাম বেণ্যা বৈল।
বলিতে বলিতে চান্দ নৌকাতে পড়িল॥
অচেতন হৈল চান্দ নৌকার উপরে।
শীঘ্রগতি রাম বেণ্যা উঠাল্য তাহারে॥
রাম বলে চান্দ বেণ্যা না কর ক্রন্দন।
দৈবের নিবন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন॥
স্থির হয় চান্দ বেণ্যা যাহ নিজ ঘরে।
এক পুত্র হৈল তোমার এ বার বৎসরে॥

চান্দ বলে সত্য কথা বলহ আপনে।
ওহে সত্য কি আমার পুত্র হঞেছে ভুবনে॥
রাম বলে সত্য তোমার হঞেছে নন্দন।
নিজ দেশে যাহ সাধু না কর ক্রন্দন॥
চান্দ বলে সত্য কথা কহিবে সত্বরে
পাছে মিথ্যা করিয়া রাম ভাণ্ডিছহ মোরে॥
রাম বলে সত্য কহি চান্দ সদাগর।
হঞেছে তোমার পুত্র বালা লখিন্দর॥
পরম সুন্দর সেহ পূর্ণ শশধর।
মিথ্যা নাঞি কহি আমি অবধান কর॥
সিংঘলে যাইব আমি চান্দ বেণায় বলে।
এত বলি রাম বেণা শীঘ্রগতি চলে॥
চান্দ বেণ্যা নিজ দেশ চলিল আপনে।
লখিন্দরের জন্ম শুনি আনন্দিত মনে॥
ছয় পুত্রের শোক চান্দ পাসরে সকলে।
আমি লখিন্দরের সম্বন্ধ করিব কুতূহলে॥
এতেক বলিয়ে চান্দ মন্ত্রণা করিল।
নিজ দেশ মুখে সাধু নৌকা চালাইল॥
পথে যাত্যে সাধু মনে ভাবয়ে সর্ব্বথা।
কোথা গেলে কন্যা পাব যাইব সে কোথা॥
এতেক ভাবিয়ে সাধু চলিল তুরিত।
ওরে উজানী নগরে যাঞে হৈল উপনীত॥
নৌকা রহাইল সাধু গঙ্গার কিনারে।
উজানী নগরে চান্দ উঠিল সত্বরে॥

পথের মধ্যে জিজ্ঞাসে চান্দ সদাগর।
এই গ্রামে ছিল এক সাহ সদাগর॥
তার ঘর কোনখানে দেখায় আমারে।
সাক্ষাৎ করিয়ে যাব কহিল তোমারে॥
লোকে দেখাই দিল সাহের এই ঘর বটে।
সম্বাদ পাইয়ে সাহ আইল নিকটে॥
সাধু বলে কোথা হৈতে আইলে তুমি ভাই।
কোন্ দেশে ঘর তোমার তত্ত্ব যে সুধাই॥
বেণ্যা বলে মোর নাম চান্দ সদাগর।
নিবাস আমার বটে সুচম্পানগর॥
পরিচয় পাঞে সাধু আনন্দিত-মন।
মোর ঘরে বিজ(১) চান্দ করহ এখন॥
চান্দ বলে কহ ভাই তোমার কি নাম।
পরিচয় দেহ মোরে আমা বিদ্যমান॥
বেণ্যা বলে মোর নাম সাহ সদাগর।
বণিককুলেতে জন্ম অবধান কর॥
পরিচয় পাঞে দুহ ার আনন্দিত মন।
সম্ভাষ করয়ে দুহে অতি বিলক্ষণ॥
সাহ বেণ্যা লয়ে গেল চান্দ সদাগরে।
চান্দে লয়ে সাহ বেণ্যা গেল নিজ ঘরে॥
চরণ ধুইলা দুহে আঙ্গিনা উপরে।
পালঙ্কে উপরে তবে বসিলা সত্বরে॥

(১) বিজ—গমন ও আগমন (সম্ভ্রমে)।

ভোজন করয়ে দুহে মনের কৌতুকে।
ভোজন করিতে, চান্দ বেহুলাকে দেখে॥
পরম সুন্দর কন্যা ইন্দ্রের অপ্সরী।
তাহা দেখি জিজ্ঞাসিল চান্দ অধিকারী॥
চান্দ বলে সাহ বেণ্যা কহিয়ে তোমারে।
কেবা এই কন্যা সাহ পরিচয় দেহ মোরে
সাহ বলে এই কন্যা আমার যে ছেল্যা।
সর্বাঙ্গ সুন্দর কন্যা নাম যে বেহুলা॥
চান্দ বলে এই কন্যার বিভা হঞেছে কোথা
পরম সুন্দরী কন্যা তোমার দুহিতা॥
সাহ বলে গেছিলাম বাণিজ্য করিতে।
তথা বার বৎসর গেল কহিল তোমাতে॥
বিভা নাহি হয় কন্যার এবে বিভা দিব
তোমার সাক্ষাতে আর কতেক কহিব॥
পরিচয় পাঞে চান্দ আনন্দিত-মন।
ভোজন করিয়া দোহেঁ কৈলা আচমন॥
আচমন করি দোহেঁ মুখশুদ্ধি কৈল।
আনন্দেতে দুইজন পালঙ্কে বসিল॥
চান্দ বলে সাহ বেণ্যা করি নিবেদন।
আমি এক কথা কহি মন দিয়ে শুন॥
সাধু বলে কহ তুমি কি কথা কহিবে।
চান্দ বেণ্যা বলে পাছে অবজ্ঞা করিবে
সাহ বলে কুটুম্বকে অবজ্ঞা কেবা করে।
কি কথা কহিবে চান্দ কহ সে আমারে

চান্দ বলে তোমার কন্যা বেহুলা সুন্দরী।
মোর পুত্রে সম্বন্ধ করহ কৃপা করি॥
সাহ বলে তোমার পুত্রের কিবা বটে নাম।
চান্দ বলে মোর পুত্রের লখিন্দর নাম॥
পরম সুন্দর সেই আমার কুমার।
রূপে চন্দ্র নিন্দা করে কি বলিব আর॥
সাহ বলে করণ কর্ত্তব্য মোর বটে।
পাত্র নঞে চান্দ বেণ্যা আসিহ নিকটে॥
এতেক শুনিঞে চান্দ বিদায় হইল।
নৌকার নিকটে যাঞে দরশন দিল॥
নৌকায় চাপিল তবে চান্দ সদাগর।
দিবানিশি বাহে নৌকা নাঞি অবসর॥
মনের হরিষে যায় চান্দ সদাগর।
উপনীত হৈল যাঞে সুচম্পানগর॥
মনসার চরণতলে ক্ষেমানন্দ গায়।
চান্দ সদাগর ভাবে কি হবে উপায়॥

চাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও লখিন্দরের বিবাহোদ্‌যোগ।

দেশে আইল সদাগর বার্ত্তা গেল ঘরে।
সনকা বেণ্যানী আস্তে নৌকা নিবার তরে॥
র্দ্ব্ব। ধান্য নিল আর সুগন্ধি চন্দন।
ধূপ দীপ নিল আর যে লাগে যখন॥

চান্দ বলে সেই কন্যা পরমসুন্দরী।
রূপে আলা করে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী॥
সনকা বলিল চান্দ করিএ বিনতি।
দৈবজ্ঞ ডাকিয়ে লগ্ন কর শীঘ্রগতি॥
দৈবজ্ঞ ডাকিয়ে চান্দ আনিল সত্বরে।
লগ্ন স্থির কর তুমি বালা লখিন্দরে॥
শুনিঞে দৈবজ্ঞ হৈল আনন্দিত-মন।
পাঁজি খুলি লগ্ন দ্বিজ করে ততক্ষণ॥
পাঁজি খুলি দ্বিজবর করএ গণন।
অ ল মেষ উ ব বৃষ বলে ততক্ষণ॥
দৈবজ্ঞ বলিল চান্দ শুনহে বচন।
লগ্ন সারোদ্ধার হৈল করিএ গণন॥
লগ্ন করি দ্বিজবর করিল গমন।
চান্দ বেণ্যা দিল তারে বস্ত্র আভরণ॥
হেনকালে মনসা মা স্বর্গে কহে কোপে।
লখিন্দরে বাসঘরে (১) খাবে কালসাপে॥
এত শুনি চান্দ বেণ্যা ভাবে মনে মনে।
লোহার মন্দির বনাইব উজানী ভুবনে॥
কামিলা(২) কামিলা বল্যে তিন হাঁক দিল।
উত্তম কামিলা আসি হাজির হইল॥
যাহ যাহ কামিলারে উজানী নগরে।
লোহার বাসঘর মন্দির বনাবার তরে॥

(১) বাসর বা বাসরগৃহ।
(২) কারু, শিল্পী।

চান্দ বেণ্যা বলে ওহে শুন কামিলাসুত।
এমন মন্দির বনাইঅ যেন না রয় পথ॥
এত শুনি কামিলা সে করিল গমন।
সাহের ভুবনে যাঞে দিল দরশন॥
সাহ বেণ্যা বলে ভাই কোথা তোমার ঘর।
কামিলা বলে পাঠাইল চান্দ সদাগর॥
সাহ বলে কোন কাজে পাঠাল্যা তোমারে।
কামিলা বলে লোহার মন্দির বনাবার তরে॥
সাহ বলে কি করিব লোহার মন্দির।
কামিলা বলে শুন সাহ মন কর স্থির॥
চান্দের কুলক্রম আছে শুন মোর ভাই।
বরকন্যা লোহার ঘরে রাখিব তথাই॥
সাহ বলে ওরে কামিলা কহিএ তোমারে।
লোহার ঘর বনাও আমার হুজুরে(১)॥
এতেক শুনিঞে কামিলা অনুমতি পাইল।
লোহার মন্দির বনাইতে আরম্ভিল॥
সাতালী পর্ব্বত পরে মন্দির বনাল্য।
যেইমতে চান্দ বেণ্যা আজ্ঞা করেছিল॥
লোহার বনায় কামিলা লোহার ছায়নী।
মেঝ্যা ঘরে ঢাল্যে দিল কাঞ্চের ঢালনী॥
সোলনা (?) দুয়ারে কামিলা লোহার কপাট দিল।
মন্দির তৈয়ার করি চান্দের পাশে গেল॥

(১) সম্মুখে।

কামিলা বলে চান্দ বেণ্যা শুন মোর বাণী।
লোহার মন্দির চান্দ বনাইল আমি॥
মন্দির বনাল্যা চান্দ বহুত যতনে।
মোরে বিদায় দায় চান্দ যাইব ভুবনে॥
তাহা শুনি চান্দ বেণ্যা আনন্দিত হল্য।
মনের কৌতুকে কামিলার বিদায় করিল॥
জামা জোড়া দিল চান্দ পাগ পটুকা বালা।
অনেক আভরণ দিল গলে কণ্ঠমালা॥
মন্দির হইল চান্দ আনন্দিত-মন।
নিমন্ত্রণ পত্র চান্দ লেখে জনেজন॥
নিমন্ত্রণ পাঞে তবে বণিক সকলে।
শীঘ্রগতি সব বেণ্যা চান্দের ঘরে চলে॥
রাম সাধু শ্যাম সাধু দুই সহোদরে।
লক্ষ্মণ নিমাঞি আইল চান্দের নগরে॥
রূপ সনাতন আর সুরথ বেণ্যা আল্য।
গোপাল বণিক তবে সত্বরে চলিল॥
জয় বিজয় আল্য দুটী বেণ্যার নন্দন।
রাধাকান্ত শ্রীকান্ত চলিলা ততক্ষণ॥
কাশীনাথ বিশ্বনাথ আস্তেন কৌতুকে।
শিবদত্ত বেণ্যা তবে আস্তেন চম্পাকে॥
লক্ষপতি সাধু আইল শ্রীমন্ত সহিতে।
শঙ্খপতি বেণ্যা আল্য চান্দের গৃহেতে॥
ধনপতি সাধু আল্য দেখিতে সুন্দর।
শাঁকু বাঁকু আইল দুটা বাণিজার কুঙর॥

রামদত্ত বেণ্যা আইল চান্দের গোচর।
ভৈরব বণিক আইল সুচম্পানগর॥
গোবিন্দ বণিক আল্য অতি কুতূহলে।
মাধব বণিক তথা শীঘ্রগতি চলে॥
যত যত বেণ্যা আইল কত নিব নাম।
সভাকারে চান্দ বেণ্যা কৈল অভ্যর্থন॥
আইল যতেক বেণ্যা লেখা নাঞি তার।
তা হা দেখ্যে চান্দের মনে আনন্দ অপার॥
সব বণিক একে একে করিল গমন।
সভাকারে চান্দ বেণ্যা দিলেন আসন॥
সিনান ভোজন তবে হৈল সভাকার।
মুখশুদ্ধি দিয়ে চান্দ করে নমস্কার॥
শুন শুন বন্ধুগণ বলিএ সভারে।
লখিন্দরে বিভা দিব উজানী নগরে॥
তাহা শুনি সব বেণ্যা অনুমতি দিল।
লগ্নপত্র চান্দ বেণ্যা উজানী পাঠাল্য॥
শুক্রবার পঞ্চমী তিথি দিন শুভক্ষণ।
সেইদিনে সাহু বেণ্যা করিব গমন॥
পত্র পাঠাইয়ে চান্দ কুটুম্বে কয় কথা।
বিবাহের সরঞ্জাম করহ সর্ব্বথা॥
তাহা শুনি যত বেণ্যা আনন্দিত হৈল।
বিবাহের সরঞ্জাম করিতে লাগিল॥
পত্র লয়ে গেল দূত উজানী নগরে।
পল লয়ে দিল দূত সাহু বেণ্যার করে॥

পত্র পড়ি সাহ বেণ্যা আনন্দিত হৈল।
আপনে সে এক পত্র চম্পাকে পাঠাল্য॥
পত্র লয়ে দূত আল্য সুচম্পানগরে।
পত্র আন্যে দিল দূত চান্দের হুজুরে॥
পত্র পড়ি চান্দ বেণ্যার আনন্দিত মন।
শুন গো সনকা এই উজানীর লিখন॥
গ্রামের মেয়্যা ডাক্যে আন আপনার ঘরে।
মঙ্গল করহ সবে বালা লখিন্দরে॥
এত শুনি সনকা সে সত্বরে চলিল।
আইমাইগণ(১) সব ডাকিয়ে আনিল॥
আইল সকল মেয়্যা চান্দ বেণ্যার ঘরে।
হরিদ্রা পিঠালী মাখায় বালা লখিন্দরে॥
মঙ্গল করিয়ে সব মেয়্যা ঘর গেল।
চান্দ বেণ্যা তবে সব কুটুম্বে বলিল॥
কালি সব বরযাত্রী করহ গমন।
পরশ্ব শুক্রবারে লগ্ন করি নিবেদন॥
বরযাত্রী বলে ভাল হউক বিহান।
উজানী নগরে কালি করিব পয়ান॥
রামরাত্রি পোহাইল হইল বিহান।
কুটুম্ব নিকটে চান্দ করিল পয়ান॥
সিনান ভোজন সভে করহ সত্বরে।
উজানী নগর ভাই পথ বটে দূরে॥

(১) মাতামহী ও পিতামহী পর্য্যায়ের স্ত্রীলোকগণ।

বরযাত্রী স্নান ভোজন করিতে লাগিল।
চান্দ বেণ্যা গ্রামের মেয়্যা সকলি ডাকাল্য॥
চান্দের ঘরে বাদ্য বাজে নাঞি লেখাজোখা।
দামামা দগড় বাজে নাঞি তার সংখ্যা॥
জয়ঢাক বাজে আর বাজে জয়ঢোল।
মহাশব্দ শুনি যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
তুরী ভেরী বাঁশী কাঁসী বাজে অনুক্ষণ।
নর্ত্তকে করএ নৃত্য নাচে নটীগণ॥
চান্দ বলে সনকা বিলম্বে কাজ নাঞি।
শীঘ্রগতি লখিন্দরে করহ বিদাই॥
এত শুনি সনকা বলিল মেয়্যাগণে।
তুরিতে বিদায় কর আমার নন্দনে॥
গ্রামের মেয়্যা যত সব আনন্দিত মনে।
লখিন্দরে বিদায় করিল ততক্ষণে॥
বর বরিয়াতী বিদায় করিল সব লোকে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন তেমনি লখাইকে॥
বরযাত্রী চলি যায় অতি বড় রঙ্গে।
উজানী নগর গেল লখিন্দর সঙ্গে॥
উজানী নগর যাঞে বাসা যে করিল।
গ্রামের লোক বর দেখি চমৎকার হৈল॥
ধন্য ধন্য বেহুলার সফল জীবন।
পূর্ণিমার চন্দ্র পাইল চান্দের নন্দন॥
অবিবাহ ছিলা যখন মাতাপিতার ঘরে।
তখন হেন বর ওগো গেছিল কোথাকারে॥

এইমতে কাণাকাণি করে মেয়্যাগণ।
একদৃষ্টে চাহে সবে লখাএর বদন॥
অধিবাস করিতে বসিল সদাগর।
মঙ্গলসূতা বান্ধিলেক করের উপর॥
লখিন্দরের অধিবাস কৈল সদাগর।
অধিবাসের ভার গেল সাহ বেণ্যার ঘর।
জলধারা দিয়ে ভার সাহ বেণা নৈল
বেহুলার অধিবাস করিতে বসিল॥
অধিবাস কৈল সাহ আনন্দিত মনে।
বেহুলার করে সুতা বান্ধিল তখনে॥
বেহুলাকে ঘরে নিল যত মেয়্যাগণ।
বেহুলার বেশ তারা বনাএ তখন॥
উবটন (১) হরিদ্রা মাখায় বেহুলার অঙ্গে।
নানা বেশ বনাইল অতি বড় রঙ্গে॥
নানা আভরণ পরায় আর পাটের শাড়ী
রূপে আলা করে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী।
যত মেয়্যাগণ সব আনন্দিত মন।
হাস্য পরিহাস সবে করএ তখন॥
বরযাত্রী সব (তবে) চলিল সত্বরে।
উপনীত হৈল গিয়ে সাহ বেণ্যার ঘরে।
পাত্র উলথিয়ে সাহ নিল নিজ ঘরে।
নানামতে বাদ্য বাজে সাহের দুয়ারে।

(১) অঙ্গুলেপন, অঙ্গরাগ।

লখিন্দরে লয়ে গেল করিয়ে সত্বরে।
ছামনি (২৮) হইল তবে আঙ্গিনা উপরে॥
লখিন্দর দিল মালা বেহুলার গলে।
বেহুলা দিলেন মালা অতি কুতুহলে॥
অগ্নি স্থাপন তবে পুরোহিত করে।
যজ্ঞ আরম্ভিল দ্বিজ আঙ্গিনা উপরে॥
বেহুলা বেণ্যানী বৈসায় লখিন্দরের বামে।
পুরোহিত বাক্য পড়ে অতি অনুপামে॥
সিন্দূর-দানের বেলা কাছে এক ছেল্যা।
চমকি চমকি উঠে লখিন্দর বালা॥
লখিন্দর সিন্দুর দিল বেহুলার মাথায়।
পঞ্চফল দিয়ে দ্বিজ মন্ত্র যে বলায়॥
লখিন্দর বেহুলায় তবে গ্রন্থিবন্ধন কৈল।
স্বস্তি স্বস্তি বলি দ্বিজ বলিতে লাগিল॥
পূর্ণাহুতির মন্ত্র তবে বলে দ্বিজবর।
লখিন্দর বেহুলা গেল লোহার বাসঘর॥
বিবাহ হইল সাহের আনন্দিত মন।
কুটুম্ব নিকটে সাহ করিল গমন॥
সাহ বলে নিবেদন করিএ সভারে।
পূর্ব্বাপর যেন আছে ভক্ষ্য-ব্যবহারে॥
অনুগ্রহ করি বিজ কর সর্ব্বজন।
গলে বস্ত্র দিয়ে সাহ করে নিবেদন॥

(১) ছায়ামণ্ডপ।

ভাল ভাল বলি সব কুটুম্ব বলিল।
ভোজন করিতে সব সত্বরে চলিল॥
হেনকালে রামদত্ত বলিল বচন।
না বুঝিয়ে কোথা সব করিছ গমন॥

বাসরে বেহুলার রন্ধন।

(কুল) মর্য্যাদা করুক আগে বেণ্যার নন্দন
তবে সে উহার ঘরে করিব গমন॥
এত শুনি সাহ বেণ্যা ভাবে মনে মন।
বরযাত্রীর সম্মান করিল ততক্ষণ॥
সম্মান পাইয়ে সবে চলিল ত্বরিত।
সাহের মন্দিরে যাঞে হৈল উপনীত॥
যার যেই বেভার ছিল তাইত করিল।
আচমন করি সবে মুখশুদ্ধি কৈল॥
সবাই চলিয়ে যায় বাসা করিবারে।
চান্দ বেণ্যা নিবেদন করিল সভারে॥
চান্দ বলে নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
মন্দিরনিকটে সব করহ জাগরণ॥
তাহা শুনি জিজ্ঞাসিল সব বেণ্যাগণ।
মন্দিরনিকটে রহি কিসের কারণ॥
যতেক বৃত্তান্ত চান্দ কহিতে লাগিল।
শুনি সকল বেণ্যা তবে ভাবিতে লাগিল॥

বেহুলা লখাই ওথা মন্দিরে গমন।
তা দেখিয়ে চান্দ বেণ্যা ভাবে মনে মন॥
এইমতে রহে দুঁহে লোহার বাসরে।
লখিন্দর বেহুলা শুইল পালঙ্ক উপরে॥
লখিন্দর বলে বেহুলা কর অবধান।
ক্ষুধাতে আমার এবে না রহে পরাণ॥
অন্ন রান্ধিয়ে বেহুলা দেহ শীঘ্রগতি।
তবে মোর প্রাণ বাঁচে বেহুলা যুবতী॥
বেহুলা বলিল বেণ্যা করি নিবেদন।
আমি এত রাত্রে কোথা পাব অন্ন-ব্যঞ্জন॥
বেণ্যা বলে অন্ন দেহ করিয়ে রন্ধন।
তাহা শুনি বেহুলা কন্যা ভাবে মনে মন॥
অবোধ বেণ্যার পুত্র রাত্রে মাগে ভাত।
কোথা পাব হাঁড়ি চাউল কোথা পাব কাঠ॥
লখিন্দর বলে বেহুলা শুনহ বচন।
তুমি আখ-হাঁড়ির চাউল করহ রন্ধন॥
ছামনির হাঁড়ি চাপায় কহিএ যুগতি।
ঘিএ ভিজাইয়ে পাগ জ্বাল শীঘ্রগতি॥
প্রদীপে আগুন জ্বাল শুনলো বেহুলা।
এত বলি ঘুমাইল লখিন্দর বালা॥
বেহুলা বেণ্যানী তবে ভাবএ সর্ব্বথা।
আজি মোর বিভা হৈল তাহে কহে কথা॥
কি করিব কি হইব চিন্তএ উপায়।
অবোধ বেণ্যার পুত্র অন্ন খাত্যে চায়॥

বেহুলা বলে অন্ন আমি রান্ধিব সত্বরে।
ক্ষুধাতে শয়ন কৈল বালা লখিন্দরে॥
এতেক বলিএ বেহুলা ভাবিতে লাগিল।
ছামনির হাঁড়ি বেহুলা আপনে চাপাল্য॥
আখহাঁড়ির চাউল দালি রন্ধন করিল।
রন্ধন করিএ বেণ্যানী ভাবিতে লাগিল॥
বেণ্যার পুত্র ঘুমাইল পালঙ্ক উপরে।
আমি নারী কুলবতী ডাকি কি প্রকারে॥
এতেক বলিয়ে বেহুলা সাহের নন্দিনী।
অনুমান করি ছিটে ভৃঙ্গারের পানি॥
পানি ছিটি কুলবতী ভাবে মনে মন।
লখিন্দরের নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন॥
উঠিয়ে বসিল বেণ্যা পালঙ্ক উপরে।
মুখে জল লখিন্দর নিলেন সত্বরে॥
ভোজন করিল বেণ্যা অতি শীঘ্রগতি।
আচমন করাইল বেহুলা যুবতী॥
আচমন করি বেণ্যা মুখশুদ্ধি কৈল।
পালঙ্ক উপরে বেণ্যা শয়ন করিল॥
বেহুলা সে সেই অন্ন করিল ভোজন।
বাসঘরে সুখে নিদ্রা যায় দুইজন॥
চান্দ বেণ্যা মনে তবে উপায় চিন্তিল।
লক্ষ লক্ষ মশাল চান্দ তখন জ্বালিল॥
সিন্দুরের জাঙ্গাল বান্ধ্যে কড়ি দিয়ে তাথে।
তীরন্দাজ ঢালীদার রাখে যূথে যূথে॥

এতেক রক্ষক দিল চান্দ সদাগরে।
পিপীলিকার সাধ্য নয় যায় লোহার বাসঘরে॥
হেন্তালের নড়ি চান্দ আপনে লইল।
ফরি তরবার নিঞে আপনে দাণ্ডাল্য॥
আপনে রহিল চান্দ মন্দিরনিকটে।
এইমতে থাকে সভে করি একদৃস্টে॥
তখন মনসাদেবী কোন বুদ্ধি কৈল।
যত নাগগণে দেবী ডাকিয়ে আনিল॥
যতেক বৃত্তান্ত দেবী কহিলা আপনে।
মূঢ় চান্দ বেণ্যা বাদ কৈল মোর সনে॥
কোন্ কোন্ নাগ যাবে লোহার বাসরে।
চান্দের পুত্র লখিন্দরে ডংশিবার তরে॥
এতেক শুনিঞে নাগ ভাবয়ে অন্তরে।
কি দোষে ডংশিব যাঞে বালা লখিন্দরে॥
বড় বড় নাগ সব হেট মাথা কৈল।
তা দেখি মনসা মাতা কান্দিতে লাগিল॥
উত্তর না পাঞে দেবী ভাবে মনে মন।
উচ্চৈঃস্বরে মনসা মা করেন ক্রন্দন॥
হেনকালে পাত্র ধোবিন(২৯) তথাকে আইল।
কি হল্য কি হল্য বল্যে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
মনসা বলিল ধোবিন সর্ব্বনাশ হল্য।
চান্দ বেণ্যা সনে বাদ এবে সে পূরিল॥

(১) অন্যান্য মনসার ভাসান বা মনসামঙ্গলাখ্য পুঁথি ও মুদ্রিত পুস্তকে 'নেত ধোবানী' পাঠ আছে।

লোহার বাসরে রাখে বালা লখিন্দরে।
লক্ষ লক্ষ রক্ষক চান্দ দিলেক সত্বরে॥
সকল নাগগণে আমি ডাকায়ে আনিল।
যত বিবরণ সব নাগেরে কহিল॥
তাহা শুনি যত নাগ হেট মাথা কৈল।
কোন নাগের তথা যাত্যে সাহস না হল্য॥
বিষাদ ভাবিয়ে আমি কান্দিতে লাগিল।
এই হেতু কান্দি আমি তোমারে কহিল॥
ধোবিন বলে শুন মাতা কহিএ যুগতি।
কালীনাগে ডাকায়্যে আনহ শীঘ্রগতি॥
কালি কালি বলি দেবী ডাকিতে লাগিল।
তথাপি কালীর দেবী উত্তর না পাইল॥
পাত্র ধোবিন বলে মাতা করি নিবেদন।
কালীদহে কালীনাগ আছএ এখন॥
দূত পাঠাইয়ে দায় শুন মা কমলা।
তবে সে মরিব মাগো লখিন্দর বালা।
ঢোঁড় ঢেমনা দেবী পাঠাইলা আপনে।
কালীনাগে ডাক্যে তোরা আনহ এখানে॥
ঢোঁড় ঢেমনা তবে করিল গমন।
কালীদহের কূলে যাএঁ দিল দরশন॥
একাদশী করো ছিল সেই কালীনাগ।
মহাগজে ধবে কালী করিবারে ভোগ॥
গজে ধরি কালীনাগ গিলিবারে চাই।
হেনকালে বলে চুণ্ড মনসার দোহাই॥

দোহাই শুনিঞে কালী ঊর্দ্ধমাথা করে।
ঢোঁড় ঢেমনা তখন লুকাইল ডরে॥
দেখিতে না পায় কালী ভাবে মনে মন।
দোহাই শুনিল নাঞি দেখি কোন জন॥
পুনরপি কালীনাগ গজে গিয়ে ধরে।
ঢোঁড় ঢেমনা দোহাই দিলেক সত্বরে॥
এই মত তিন বার হস্তীকে ধরিল।
ঢোঁড় ঢেমনা তিন বার দেবীর দোহাই দিল।
ক্রোধে কালীনাগের গায়ে অগ্নি জ্বলিল।
ঢোঁড় ঢেমনা কালী খেদিয়ে চলিল॥
পলাইয়ে যায় দোঁহে অতি বড় বেগে।
উপনীত হৈল গিয়ে মনসার আগে॥
মনসার সাক্ষাতে যাঞে করে নমস্কার।
ওমা কালীনাগে আইসে মোরে করিতে সংহার॥
মনসা বলিল বাছা না কর ভাবনা।
আসুক কালীনাগ ওরে করো দিব মানা॥

——

মনসা সমীপে কালীনাগের আগমন।

হেনকালে কালীনাগ উপনীত হৈল।
মনসাকে দেখ্যে কালী প্রণাম করিল॥
তখন সে কালীনাগ বলএ বচন।
কি হেতু ডাকিলে মাতা কহ বিবরণ॥

মনসা বলিল কালী ডাকিলা তোমারে।
তুমি গিয়ে ডংশ বাছা বালা লখিন্দরে॥
কালীনাগ বলে আমি যাইব সেখানে।
চলিতে নারিব আমি করি নিবেদনে॥
ইহার উপায় মাতা করহ আপনে।
তবে আমি বাসঘরে করিব গমনে॥
মনসা উপায় তবে চিন্তেন আপনে।
বিশাই বিশাই বল্যে দেবী ডাকে ততক্ষণে॥
আইল বিশাই তবে মনসাগোচরে।
কি কর্ম্ম করিব মাতা আজ্ঞা দেহ মোরে॥
এতেক শুনিঞে দেবী বলেন আপনে।
শীঘ্রগতি পুষ্পক রথ বনাহ এখনে॥
মনসার আজ্ঞা বিশাই শুনিয়া আপনে।
দেখিতে দেখিতে রথ বনাল্য তখনে॥
রথ নঞে দিল বিশাই মনসাগোচর।
কালীনাগ বিদায় তবে হইল সত্বর॥
ঝাঁট রথ চালায় ভাই অতি শীঘ্রগতি।
সারথি চালায় রথ অতি পবনের গতি॥
এই মতে কালীনাগ যায় কুতূহলে।
উপনীত হৈল গিয়ে খুদাই বকুলতলে॥
সেখান হৈতে দেখে নাগ বড় কোলাহল।
মশালের জ্যোতিতে পৃথিবী করে আলো॥
কড়ির জাঙ্গাল দেখে সিন্দূর বিস্তার।
হেন্তালের নড়ি নঞে আছে সদাগর॥

তরবার ঝাঁক্যে আছে যতেক সিপাহী।
একদৃষ্টে যত লোক চতুর্দ্দিকে চাহি॥
ঔষধের গন্ধে নাগ যাইতে না পারে।
বকুলতলে কালীনাগ ভাবে নিরন্তরে॥
ধূলীনাগে কালীনাগ বলিল বচন।
মন্দির দেখিয়ে তুমি আস্তহ এখন॥
ধূলী বলে কি হেতু সে পাঠাইছ মেরে।
কালী বলে পাঠাই তোমায় পথ দেখিবারে॥
ধূলী নাগ চলি যায় ধূলাতে মিশ্রিত।
মন্দির নিকটে যাঞে হৈল উপনীত॥
চতুর্দ্দিগে ধূলীনাগ ভালিয়ে(১) দেখিল।
পথ না দেখিয়ে ধূলী ভাবিতে লাগিল॥
ধূলী বলে কালীনাগ শুনহ বচন।
মন্দিরেতে পথ নাঞি করি নিবেদন॥
তাহা শুনি কালীনাগ ভাবএ অন্তরে।
কেমনে যাইব তবে লোহার বাসরে॥
সেখান হৈতে কালীনাগ দূত পাঠাইল।
মনসায় কহিঅ কালী যাইতে নারিল॥
দূত গিয়ে বার্ত্তা দিল হইএ বিকলে।
কালীনাগ রহিল খুদাই বকুলতলে॥
অনেক রক্ষক আছে লেখা জোখা নাঞি।
অনেক মশাল বেড়ি আছএ তথাই॥

(১) ভালা অর্থে দেখা। ভালিয়ে দেখিল—ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া দেখিল।

কড়ির জাঙ্গাল দেই সিন্দুর উপরে।
পিপীলিকার সাধ্য নয় যায় লোহার বাস ঘরে॥
নিমুহা(১) মন্দির তথা পথ না রাখিল।
ধূলীনাগ দেখি বার্ত্তা কালীরে কহিল॥
এতেক শুনিঞে দেবী কান্দে উভরায়।
হেনকালে পাত্র ধোবিন শুনিবারে পায়॥
মনসানিকটে ধোবিন আইল সত্বরে।
কি হেতু কান্দিছ মাতা আজ্ঞা কর মোরে॥
মনসা বলিল ধোবিন সর্ব্বনাশ হৈল।
চান্দ বাণ্যা লোহার ঘরে অনেক উপায় কৈল॥
ঔষধ রাখিল চান্দ কড়ি থরে থর।
ঢালীদার বরকন্দাজ আছএ বিস্তর॥
তাহা দেখি কালীনাগ ভাবিতে লাগিল।
বকুলতলে আছে কালী দূতে বার্ত্তা দিল॥
নিমুহা মন্দির তথা পথ মাত্র নাঞি।
কি উপায় কোরি ধোবিন বার্ত্তা যে সুধাই॥
ধোবিন বলে শুন মাতা আমার বচন।
কামিলারে শীঘ্রগতি ডাকহ এখন॥
বিশাই বিশাই বোলে দেবী তিন ডাক দিল।
মনসার সাক্ষাতে যাঞে উপনীত হৈল॥
মনসা বলিল বিশাই কি কর্ম্ম করিলে।
লোহার মন্দিরে বিশাই পথ না রাখিলে॥

(১) মুখহীন অর্থাৎ ছিদ্রশূন্য

53097/A

5681

যদি প্রাণ ইচ্ছা আছে শুনরে বচন।
লোহার মন্দিরে পথ করগা এখন॥
তাহা শুনি কামিলা সে সত্বরে চলিল।
চান্দের নিকটে যাঞে দরশন দিল॥
চান্দ বলে কামিলারে আমি বলি তোরে।
কি কারণে এথা কামিলা আইলে সত্বরে॥
কামিলা বলে চান্দ বেণ্যা আমি তোরে বলি।
লোহার মন্দিরে আমি রাখ্যেছি বাটালী॥
বাটালী আনিতে যাব কহি বরাবরে।
চান্দ বেণ্যা বলে তবে যাহ সে সত্বরে॥
কামিলা চলিয়ে গেল লোহার মন্দিরে।
মন্দিরের ঈশান কোণে ছেদ করিল সত্বরে॥
ছেদ করি কামিলা সে করিল গমন।
চান্দের নিকটে যাঞে দিল দরশন॥
চান্দের পাশে কামিলা বিদায় হইলা তুরিত।
মনসার সাক্ষাতে যাঞে হইল উপনীত॥
মনসায় প্রণাম কামিলা করিল আপনি।
মন্দিরের ঈশানে ছেদ করো্য এলাম আমি॥
এতেক বলিয়ে কামিলা বিদায় হয়ে গেল।
তখন মনসাদেবী ভাবিতে লাগিল॥
বিষাদ ভাবিয়ে দেবী কান্দে ঘনে ঘন।
পাত্র ধোবিন নিতাই ধোবিন বলিল বচন॥
ধোবিল বলিল মাতা শুনহ আপনে।
স্বর্গেতে মনসাদেবী করহ গমনে॥

চারি খান মেঘ তুমি মাগ পুরন্দরে।
তবে সে মারিব মাগো বালা লখিন্দরে॥
এত শুনি মনসা মা সত্বরে চলিল;
ইন্দ্রের সাক্ষাতে যাঞে দরশন দিল॥
গলায় বসন নঞে ইন্দ্ররাজ কয়।
কোন কার্য্যে আইলে মাতা কিবা আজ্ঞা হয়॥
মনসা বলিল ইন্দ্র আইলা সত্বরে।
এক ভিক্ষা দেহ ইন্দ্র কহিএ তোমারে॥
ইন্দ্র বলে শুন মাতা আমার বচন।
কিবা ভিক্ষা চাহ তুমি বলহ এখন॥
মনসা বলিল ইন্দ্র কহি বরাবরে।
চারি মেঘ ইন্দ্ররাজ ভিক্ষা দেহ মোরে॥
জাবর্ত্ত সম্বর্ত্ত আর দ্রোণ পুষ্কর।
চারি মেঘে আপনে ডাকিল পুরন্দর॥
চারি মেঘে ইন্দ্র তবে বলিল বচন।
মনসার সঙ্গে তোরা করহ গমন॥
স্বর্গে হৈতে চারি মেঘ করিল গমন।
মনসায় বলিল দেবি করি নিবেদন॥
কোথাকে যাইব মাগো বলহ বচন॥
দেবী বলে শুন মেঘ আমার বচন॥
মনসা বলিল যাইবে মন্দির নিকটে।
বৃষ্টিধারা কর গিয়ে কহিল তোমাকে॥
এত শুনি মেঘগণ বিদায় হইল।
দুর্দ্দুর শবদে যাঞে দরশন দিল॥

ঝড়-বৃষ্টি জলবৃষ্টি হয় অনুক্ষণ।
যতেক মশাল জ্বালে নিভায় তৎক্ষণ॥

লখিন্দরের সর্পাঘাত।

শিলাবৃষ্টি হয় ভাই ঘন বরিষণ।
যতেক রক্ষক পলাইল সর্ব্বজন॥
রক্ষিগণ পলাইল পবন-গমনে।
সিন্দূরের জাঙ্গাল জলে ধুয়াল্য তখনে॥
কড়ির জাঙ্গাল দূরে গেল ঔষধ ভাসিল।
চান্দের মনেতে তবে বড় ভয় হৈল॥
তথাপি সে চান্দ বেণ্যা না যায় ছাড়িয়ে।
হেন্তালের নড়ি নঞে রহিল দাণ্ডায়ে॥
হেনকালে মেঘগণ বড় ক্রোধ কৈল।
চান্দের সম্মুখে দারুণ পাথর পেলিল॥(১)
চান্দ বেণ্যার মনে ভয় হইল তখনে।
পলাইয়ে গেল চান্দ লইয়ে জীবনে॥
যত লোক দূরে গেল একজন নাঞি।
বকুলতলায় কালিনাগ চিন্তয়ে তথাই॥
দূত পাঠাইল কালি মনসা সাক্ষাতে।
একেলা মন্দিরে আমি নারিব যাইতে॥

---

(১) ফেলিল।

এতেক শুনিঞে দেবী উপায় চিন্তিল।
যত নাগগণে দেবী বিদায় করিল॥
যত নাগগণ সব করিল গমন।
কালিনাগ কাছে যাঞে দিল দরশন॥
কালিনাগ বলে খরিস শুন মোর বাণী।
লোহার মন্দিরে ভাই যাহ সে আপনি॥
কালির বচন শুনি খরিস চলিল।
মন্দির নিকটে যাঞে দরশন দিল॥
মন্দিরসামাঞে (১) খরিস ভাবে মনে মনে।
কোন্ দোষে বাণ্যার পুত্রে করিব দংশনে॥
এডেক বলিয়ে খরিস নিশ্বাস ছাড়িল।
নিশ্বাস শুনিঞে বেহুলা চমকি উঠিল॥
বেহুলা বলিল খরিস শুনহ বচন।
মন্দিরে আইলে ভাই কিসের কারণ॥
খরিস বলিল কন্যা শুন মোর পাশ।
মনসা পাঠাল্য লখাই করিতে বিনাশ॥
কন্যা বলে ওহে ভাই শুনহ বচন।
নৈরাশ করিবে ভাই কিসের কারণ॥
আস্ত আস্ত ওহে ভাই খই দুগ্ধ খায়।
সুবর্ণ হুড়পিতে নাগ সুখে নিদ্রা যায়॥
বেহুলা দিল খই দুগ্ধ অমৃত সোসর।
মনের কৌতুকে ভোজন কৈল নাগবর॥

(১) প্রবেশ করিয়া।

এতেক শুনিঞে তবে বেহুলা রূপসী।
সর্পের গলেতে দিলা সুবর্ণ-সাড়াসী॥
হুড়পিতে ভরিল সাপ মনের কৌতুকে।
পালঙ্কের তলে লয়ে রাখিল তাহাকে॥
বিলম্ব দেখিয়ে কালি মন কৈল রাগে।
শঙ্খচূড়ে পাঠাইল অতি বড় বেগে॥
রাতুল নয়ন সর্পের বিকট দশন।
মন্দিরনিকটে যাঞে দিল দরশন॥
মন্দির সামাঞে নাগ ভাবে মনেমন।
বেহুলা বেণ্যানী তবে দেখিল তখন॥
আস্ত আস্ত ওহে সাপ খই দুগ্ধ খায়।
নিবেদন করি সাপ ঘরে ফিরে যায়॥
এতেক শুনিয়ে সাপ লজ্জিত বদন।
হেট মাথা করি দুগ্ধ করিল ভোজন॥
তাহা দেখি মনে ভাবে বেহুলা রূপসী।
সর্পের গলায় দিলা স্বর্ণসাড়াশী॥
বন্ধ করি সেই নাগে রাখিল তথাই।
হেনকালে আর সর্পে দেখিবারে পাই॥
সম্ভ্রমে উঠিয়ে তারে খই দুগ্ধ দিল।
ভোজন করাঞে তারে বান্ধিয়ে রাখিল॥
হেনকালে কালনাগ চিন্তিল উপায়।
এড়ালী নাগেরে তবে পাঠাল্য তথায়॥
মন্দিরে সামাঞে নাগ ধীরে ধীরে চলে।
বেহুলা বেণ্যানী দেখ্যে হইল বিকলে॥

শুন শুন ওরে নাগ নিবেদন লায়।
সুবর্ণবাটিতে নাগ খই দুগ্ধ খায়॥
নাগ বলে আমি আল্য লখাই মারিতে।
তুমি কেনে বল কন্যা খই দুগ্ধ খাতে॥
এতেক শুনিএঃ কন্যা করয়ে বিনতি।
লখায়ে খাইতে সাপ নহেত যুগতি॥
শুন শুন ওরে ভাই চিনি দুগ্ধ লেহ।
মনের কৌতুকে নাগ ভোজন করহ॥
কন্যার ভকতি দেখি নাগ ত্রাস পায়।
সুবর্ণবাটিতে নাগ চিনি দুগ্ধ খায়॥
এতেক দেখিয়ে বেহুলা ভাবে মনে মন।
এড়ালী নাগেরে বন্ধ করিল তখন॥
বিলম্ব দেখিয়ে কালি চিন্তিল উপায়।
পুনরপি আর এক নাগেরে পাঠায়॥
সেই নাগ যেই মত্র বাসরকে যায়।
বেহুলা বেণ্যানী শীঘ্র বান্ধিল তাহায়॥
ক্রমে ক্রমে বহু নাগ করিল গমন।
কেহো না ফিরিয়ে আল্য কালির সদন॥
নিশি অবসান হৈল দণ্ড চারি আছে।
বেহুলা বসিল গিয়ে লখিন্দরের কাছে॥
দৈবের বিপাক দেখ কে করে খণ্ডন।
বেহুলা বেণানী তথা ঘুমাল্য তখন॥
সব লোক দূরে গেল কালি সে দেখিল।
মন্দিরনিকটে আসো দরশন দিল॥

লোহার ঘর দেখ্যে কালি ভাবিতে লাগিল।
কেমনে যাইব আমি পথ না রাখিল॥
তাল প্রমাণ ছিল নাগ শলিতা হইল।
পবন মারিয়ে নাগ বাসরে সামাল্য॥
বাসরে সামাঞে নাগ ভাবে মনেমন।
লখিন্দরের রূপ দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
লখাই চাহিতে বেহুলা বড়ই সুন্দর।
রূপেগুণে আলা করে লোহার বাসর॥
চান্দ-সদাগরসুত বড়ই সুন্দর।
শিরে কেশ বাণিয়ার হাঁড়িয়া চামর॥
গরুড় প্রহরী জাগে ময়ুর প্রহরী।
শিঅরে বসিয়ে জাগে ওঝা ধন্বন্তরি॥
শিঅর ছাড়িয়ে নাগ পা-তলে দাণ্ডাল্য।
নিন্দের আলিসে বাণ্যা দণ্ডে (১) লাথি মাল্য॥
চন্দ্র সূর্য্য বাপাহে তোমরা থাক সাক্ষী।
মিনিদোষে বাণ্যার ছা(ও)য়াল দণ্ডে মাল্য লাথি॥
সাক্ষী ত রাখিয়ে নাগ কামড় জুড়িল।
সোণারবরণ লখা কালি যে হইল॥
বেহুলার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন।
পালঙ্কে দেখিল তবে চান্দের নন্দন॥
ধড়ফড় করে বেণ্যা পালঙ্ক উপরে।
তা দেখ্যে বেহুলা কন্যা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

(১)। ফণায়।

মনসার চরণ ধরি ক্ষেমানন্দ গায়।
বেহুলা বেণ্যানী ভাবে কি হবে উপায়॥

বেহুলার বিলাপ।

বালা লখিন্দর, বিষে জরজর,
দেখি বেহুলা সুন্দরী।
মুখে পড়ে লাল, অঙ্গ হৈল কাল
মনেতে বিষাদ করি॥
বেহুলা বলে হায়, কি করি উপায়,
শুন হে বাণিয়াসুত;
অদ্ভুত কথন, বাসরে মরণ,
দেখি লাগে চমকিত॥
কি করিব আমি, যুক্তি বল তুমি,
অনাথা করিলে মোরে।
লোকের গঞ্জনে, তেজিব জীবনে,
ঝাঁপ দিব যাএে জলে॥
সাধ ছিল মোরে, যাইতে চম্পারে,
তাহে এই কৈল বিধি।
না পূরিল আশ, করিলে নৈরাশ,
কোলে হারালাম নিধি॥
বিধবা হইয়ে, বাচি কি লাগিয়ে,
আমা'রে বলিবে কি।

ব সরেতে র াড়া, হঞেছে এ ছু ড়ী,
অভাগী সাধুর ঝি ॥
বেহুলা সুন্দরী, যায় গড়াগড়ি,
ধূলায় ভূষিত অঙ্গ ।
করয়ে বিলাপ, পাঞে মনস্তাপ,
কেহ নাঞি তার সঙ্গ ॥
লখাএর পায়ে ধরি, বলয়ে সুন্দরী,
কান্দি কান্দি কয় কথা ।
উত্তর না দিলে, পাথারে পেলিলে,
আমার জীবন বৃথা ॥
দেখি তব মুখ, বিদরয়ে বুক,
কাল হৈল তব দেহ ।
গরুড় ময়ূরী, ওঝা ধন্বন্তরি,
কিছু না করিল কেহ ॥
বাসরে এখন, করিলে ভোজন,
ক্ষুধার্ত্ত হইয়ে তুমি ।
অনাথী করিয়ে, যাছ্য পালাইয়ে,
সঙ্গে লেহ অভাগিনী ॥
বেহুলা আকুলি, করয়ে বিকুলি,
শিয়রে দেখিল সাপ ।
আছাড় খাইয়ে, পড়ে মুরছিয়ে,
হায় কিবা হৈল বাপ ॥
দেখিয়ে বিকুলি, পলাইল কালি,
ধাঞে অতি বড় বেগে ।

পবনের গতি, যথা পদ্মাবতী,
উত্তরিল কালি নাগে ॥
দেবী কয় কথা, শুনহ সর্ব্বথা,
কালি পালাইলে তুমি।
কালি নাগ কয়, করিয়ে বিনয়,
লখাএ দংশিল আমি ॥
আমার দংশনে, তেজিল জীবনে,
বালা লখিন্দর মলা।
দেখিয়ে কারণ, করিলা গমন,
তবে আমি হেথা আল্য ॥
শুনিএ কমলা, আনন্দিত হৈলা,
কালি নাগ হৈল বিদায়।
প্রণাম করিয়ে, চলিল ধাইয়ে,
আনন্দিত মনে হয় ॥
কালিদহের তীরে, ধরিল হস্তীরে,
সুখেতে আহার কৈল।
করি জল পান, করিল বিশ্রাম,
আনন্দিত মন হৈল ॥
মনসা-চরণ, করিয়ে স্মরণ,
আনন্দিত মনে গায়।
যাই কর্ম্মে ছিল, তাইত হইল,
বাসরে লখাই সায় ॥
শুন সর্ব্বজন, বাঁর নিবেদন,
বেহুলা-খণ্ডের কথা।

অবজ্ঞা করিলে, তবে খায় কালে,
বেদের বচন গাঁথা ॥
হরি হরি বল, বৃথা জন্ম গেল,
মিছা বস্তে থাক কি ।
বাসরে রোদন, করে ঘনেঘন,
সাহ বেণ্যার বেহুলা ঝি ॥
বেহুলা বেণ্যানী, আকুল-পরাণী,
লখিন্দরের মুখ দেখি ।
ক্ষেমানন্দ ভণে, মনসা-চরণে
পালটিতে নারি আঁখি ॥

বেহুলার মান্দাসে গমন ।

সাপ সাপ বলি বেহুলা চমকি উঠিল ।
এত দিনে লখিন্দরে বিধি বাম হৈল ॥
আনিঞে সুবর্ণঝারী মুখে ঢালে জল ।
আচম্বিতে বেণ্যার মুখে ভাঙ্গে গরল ॥
কান্দিয়ে অভাগী কন্যা আছাড়িয়ে বুক ।
আর না দেখিব আমি লখিন্দরের মুখ ॥
কান্দয়ে অভাগী কন্যা বড় উচ্চস্বরে ।
লখিন্দর দুর্লভ মল লোহার বাসরে ॥
পালঙ্কে বসিয়ে কান্দে বেহুলা যুবতী ।
না জানি সতুল্যা নাগ দংশেছে কত রাতি ॥

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সব কল্যাম হারা।
কার সনে যুক্তি করি কোলে স্বামী মরা॥
কান্দিতে কান্দিতে বেহুলার ভাঙ্গে গলা।
আমায় পাথরে ফেলিয়ে যায় গো বাণিঞার বালা॥
কোথা গেল চান্দ শ্বশুর আন ডাক দিয়ে।
মরণকাল হৈল পুত্রের দেখ না আসিয়ে॥
তাহা শুনি চান্দ বেণ্যা আইল সেখানে।
ক্রোধমুখে চান্দ বেণা বলয়ে আপনে॥
উচ্চকপালী বেহুলা লো চিরুণ-চিরুণ-দাঁতী।
বাসরে খাইলে স্বামী না পোহল্যা রাতি॥
তাহা শুনি বেহুলা তবে করে নিবেদন।
যাই মোর কর্ম্মে ছিল হইল এখন॥
ভাল হৈল চান্দ শ্বশুর দোষ দিলে মোরে।
আর ছয় পুত্র তোমার কোন্ রোগে মরে॥
কোথা যান চান্দ শ্বশুর আন ডাক দিঞে।
দিয়েছিলে সাধের শাঁখা লেহ না খসাঞে॥
শাঁখা নিলে খাড়ু (১) নিলে না করিলাম মানা।
কি দোষে খসাল্যে রাঁড়ীর দুটী কাণের সোণা॥
এমন জানিতাম মা মনসা হবে বাদী।
প্রাণনাথে নঞে গো পালাতাম রাতারাতি॥
যেনা রাজ্যে যাবে বেহুলা সেই না রাজ্যে আছি।
বারেক মনসার সেবা কল্যে তবে লখাই পাবি॥

(১) হস্তাভরণ ভেদ।

বেহুলা বলে চান্দ শ্বশুর মোর বাক্য ধর।
রামকলার গাছ কাট্যে মঞ্জাস (১) সজ্জা কর॥
তাহা শুনি চান্দ বাণ্যা বলয়ে বচনে।
বেহুলারে বলে চান্দ সক্রোধ বচনে॥
ছয় পুত্র মল্য আমার তাথেও·আমি পারি।
একলি কলার গাছ কাট্যে দিতে নারি॥
ইহা বল্যে চান্দ বেণ্যা করয়ে রোদন।
নিজ ঘরে যাত্যে সাধু ভাবে মনে মন॥
চাম্পাকে যাইব আমি কেমন প্রকারে॥
বালা লখিন্দর মল্য লোহার বাসর ঘরে॥
এতেক ভাবিয়ে সাধু বলে সর্ব্বজনে।
লখিন্দরে বন্ধুগণ করহ দাহনে॥
বেহুলা বেণ্যানী তবে বলে বারেবার।
লখাএর যেই গতি সেই গতি মোর॥
লখিন্দরে দাহন না কর কদাচন।
লখিন্দরে নঞে আ.ম করিব গমন॥
এত শুনি চান্দ বেণ্যা নিজ দেশে গেল।
যত বন্ধুগণ সব বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
চান্দ বলে লখা মৈল লোহার বাসরে।
শুনিঞে সনকা কান্দে করি হাহাকারে॥
সনকা বেণ্যানী কান্দে পড়িয়ে ভুমিতে।
হেন কেহ নাঞি তারে প্রবোধ করিতে॥

---

(১) কতকগুলি পুস্তকে “মান্দাস” স্থলে “মঞ্জাস” পাঠ আছে; উভয় পাঠেরই অর্থ [illegible]

হায় লখিন্দর বলে সনকা বেণ্যানী।
কি উপায় করি চান্দ কহ না আপুনি॥
লখিন্দরে দেখি ছয় পুত্র পাসরিল।
দারুণ বিধাতা মোরে এত দুঃখ দিল॥
রজনী প্রভাত হৈল উদয় দিনকরে।
বেহুলা বেণ্যানী তবে ভাবিল অন্তরে॥
মান্দাস বনাবার যুক্তি করিল আপনে।
মান্দাস বনাঞে কন্যা ভাবে মনে মনে॥
জয় মা মনসা বলি গমন করিল।
মরা লখিন্দর তবে কোলেত লইল॥
মান্দাসে শুয়াল্য তবে লখিন্দর বালা।
লখিন্দরে লয়ে ভাসে অভাগী বেহুলা॥
হরি হরি বল্যে কন্যা করিল গমন।
দেখিয়ে যতেক লোক ভাবে মনেমন॥
মান্দাস ভাসিয়ে যায় গাঙ্গুড়ির নীরে।
বায়ুতে লইয়ে মান্দাস লাগাইল তীরে॥
হেনকালে শ্বেত কাক বলয়ে বচন।
কোথাকারে যাহ কন্যা কহনা এখন॥
কাহার বহুআরী তুমি কাহার যে ঝি।
তোরে জিজ্ঞাসিয়ে কন্যা মন্দাসেতে কি॥
কাকের বচন শুনি বলয়ে যুবতী।
চান্দ বেণ্যা আমার শ্বশুর লখিন্দর পতি॥
সাহের নন্দিনী আমি নাম সে বেহুলা।
বাসরেতে মল্য পতি লখিন্দর বালা॥

কন্যার বচন শুনি কাক বলে বাণী।
কি হেতু মান্দাসে কন্যা কান্দহ আপুনি॥
শুন শুন ওলো কন্যা বলিএ তোমারে।
মড়াকে তুলিয়ে দায় আমার গোচরে॥
উহাকে নইঞে আমি করিব ভক্ষণ।
ঘরে ফিরে যাহ কন্যা শুনহ বচন॥
কন্যা বলে ওহে কাক করিএ বিনতি।
আমি ঘর যাব তুমি খাবে মোর পতি॥
কেনে হেন বাক্য কাক বলহ আপনে।
পরাণে তেজিব আমি তোমার সদনে॥
তুমি সে ধার্ম্মিক হয়, আমি হই সতী।
হেন দুষ্ট কথা বল নহেত যুগতি॥
কাক বলে কন্যা তবে শুনহ উত্তর।
ইহাকে খাইব আমি কহি বরাবর॥
শুন শুন ওহে কাক করি নিবেদন।
অনাথারে হিংস কাক কিসের কারণ॥
লেহ লেহ ওহে কাক ভক্ষ্যদ্রব্য লেহ।
অবলা দেখিয়ে কাক করুণা করহ॥
আতপ তণ্ডুল ছিল সেই মান্দাসেতে।
দধি দুগ্ধ চিনি মিশ্রিত করিল তাতে॥
স্বর্ণথালে করি কন্যা কাকে নিঞে দিল।
মনের কৌতুকে কাক ভোজন করিল॥
সন্তুষ্ট হইলা কাক করিয়ে ভোজন।
বর মাগ ওলো কন্যা কহএ এখন॥

কন্যা বলে যদি দয়া করিলে আপনে।
মোর পত্র নঞে যাহ উজানী ভুবনে॥
পত্র লয়ে সেই কাক উজানী চলিল।
সাহের মন্দিরে যাঞে দরশন দিল॥
কা-কা শব্দ করে কাক বসি দে(ও)য়ালেতে।
চুহিলা(১) বেণ্যানী তখন পাইল শুনিতে॥
আঙ্গিনা বাহির হয়ে বলএ বেণ্যানী।
বেহুলার তত্ত্ব কাক কিছু জান তুমি॥
কাক বলে বেহুলা আছে বালীচরের ঘাটে।
পত্র দিয়ে পাঠাইলা তোমাব নিকটে॥
বেণ্যানী বলে পত্র দেহ আমার সাক্ষাতে।
কি কথা কহিল বেহুলা কহত তুরিতে॥
শুনহ বেণ্যানী এই আমার বচন।
বেহুলা বেণ্যানী যত কৈলা নিবেদন॥
আমার প্রণাম কাক মা বাপেরে বোল্য।
অভাগী বেহুলা মাতা পাথারে ভাসিল॥
যদি মোর পতি বাঁচে যাইব তথাই।
নতুবা সবার সঙ্গে আর দেখা নাঞি॥
এতেক শুনিঞে বেণ্যানী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে
বধূগণ তার সঙ্গে কোলাহল করে॥

---

(১) অধিকাংশ মনসার ভাসানের পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকে "অমলা" পাঠ আছে, দুই একখানি মনসামঙ্গলে কমলা পাঠও দৃষ্ট হয়।

কাক বলে শুন বেণ্যানী আমি শীঘ্র যাব।
যাবৎ না যাব আমি বেহুলা রহিব॥
সাহ বেণ্যা পত্র লিখি পাঠাল্য তুরিত।
বেহুলার সাক্ষাতে যাঞে হৈল উপনীত॥
বেহুলাকে পত্র কাক দিলা ততক্ষণ।
পত্র পড়িয়ে কন্যা করএ রোদন॥
বাপা মোরে কঞেছেন ফিরে ঘরে যাত্যে।
লখাইকে ছাড়িয়ে আমি যাইব কি মতে॥
হেনকালে বেহুলার যত ভ্রাতৃগণ।
কান্দিতে কান্দিতে সব করিলা গমন॥
বেহুলার সাক্ষাতে যাঞে দাণ্ডায়ে রহিল।
অনেক বচন বেহুলায় বলিতে লাগিল॥
চল চল ওগো বেহুলা ঘরে ফির তুমি।
তোমারে লইতে আমরা আইল আপুনি॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
তুমি ঘর ফিরে চল রাখি লখিন্দরে॥
বেহুলা বলিল ভাই শুনহ উত্তর।
আমি না ফিরিব ভাই শুনহ সত্বর॥
কোন্ লাজে যাব আমি পিতার মন্দিরে।
মান্দাসে রহিবে হেথা বালা লখিন্দরে॥
যদি লখিন্দর বেণ্যায় বাঁচাইতে পারি।
তবে ঘর ফিরে যাব কহি বরাবরি॥
যদি না বাঁচাব ভাই চান্দের নন্দন।
তোমারে কহিএ ভাই তেজিব জীবন॥

ইহা শুনি যত ভাই কান্দিতে লাগিল।
কান্দিতে কান্দিতে সবে গমন করিল॥
পুত্রগণে দেখি তবে বলএ চুহিলা।
সব শিশু আল্যে কোথা রহিল বেহুলা॥
পুত্রগণ বলে মাতা নিবেদন করি।
বালীচরের ঘাটে আছে বেউলা সুন্দরী॥
অষ্টাদশ ভাই মোরা নিবেদন কৈল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কন্যা বাক্য না শুনিল।
যতেক তোমার আজ্ঞা কহিল আদেশে।
কিছুই না শুনে দেবী ছাড়এ নিশ্বাসে॥
মাতাকে বলিহ ভাই মোর নিবেদন।
যদি পতি বাঁচে তবে হবে দরশন॥
এই মাত্র কথা মাতা কহিল আমারে।
পতি কোলে করো দেবী কান্দে উচ্চস্বরে॥
ক্ষেণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষেণে পায় সে চেতন।
ক্ষেণে ক্ষেণে দেখে বেহুলা স্বামীর বদন॥
চুহিলা বেণ্যানী শুনি করে হায় হায়।
আমারে ছাড়িএ বেহুলা কোথাকারে যায়॥
পুত্র সব বলে মাতা কহিএ তোমারে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে॥
অনেক প্রবোধ তবে জননীরে দিল।
চুহিলা বেণ্যানী তবে মনেতে রহিল॥

শিবা ডোমের সহিত বেহুলার কথোপকথন।

হেথা সে বেহুলা কন্যা ভাবে মনেমন।
কান্দিতে কান্দিতে দেবী করিল গমন॥
বালীচরের ঘাট হৈতে করিল গমন।
কাক বিদায় হয়ে গেল আপন সদন॥
কাকে বিদায় করি কন্যা সত্বরেতে যায়।
ভাকুর মৎস্যেতে ধরে লখিন্দরের পায়॥
অঙ্গুলি কাটিয়ে মৎস্য জলে প্রবেশিল।
তা দেখি বেহুলা কন্যা কান্দিতে লাগিল॥
অনেক রোদন কন্যা করিল সেখানে।
মূঢ় মৎস্য সেই কথা না শুনিল কাণে॥
বেহুলা বেণ্যানী বলে শুন মচ্ছরাজ।
অনাথারে হিংস মচ্ছ ভাল নহে কাজ॥
মিনি দোষে মচ্ছরাজ হিংসিলে আমারে।
আমি শাপ দিল তোরে মারিব ধীবরে॥
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা চলিল তুরিত।
খোঁড়া ডোমের কাছে যাএে হৈলা উপনীত।
ডোম বাল ওলো কন্যা কোথা তোমার ঘর।
কি হেতু রোদন কর মান্দাস উপর॥
কাহার বহুআরী তুমি কাহার নন্দিনী।
মান্দালেতে কিবা বটে কহনা আপুনি॥

কন্যা বলে শুন ভাই কহি বরাবর।
শ্বশুর আমার বটে চান্দ সদাগর॥
সাহ বেণ্যার ঝি আমি নাম সে বেহুলা।
মান্দাসেতে মরা পতি লখিন্দর বালা॥
ডোম বলে ওলো কন্যা কহিএ তোমায়।
কালি বিভা হৈল যেন হেন বুঝি প্রায়॥
তোমার করেতে কন্যা মঙ্গলসূত্র আছে।
কিমতে মরিল পতি কহনা মোর কাছে॥
কন্যা বলে ওহে ভাই কহিএ তোমারে।
মোর পতি সাপে খাইল লোহার বাসঘরে॥
এতেক কহিএ কন্যা করএ রোদন।
ডোম বলে ওলো কন্যা স্থির কর মন॥
শুন শুন ওলো কন্যা বলিএ তোমায়।
তোমার বিকুলি দেখি মোর প্রাণ যায়॥
না কর না কর কন্যা এতেক রোদন।
বাঁচাব তোমার পতি কহিএ কারণ॥
কন্যা বলে ওহে ভাই কর অবধান।
কোন্ কুলে জন্ম বটে কিবা বটে নাম॥
তেহোঁ বলে শুন কন্যা শিবা মোর নাম।
ডোম-কুলে জন্ম মোর কর অবধান॥
আস্য আস্য ওলো কন্যা মান্দাস ফিরাহ।
আমার নিকটে কন্যা পতিরে আনহ॥
বিঅনীতে বায় কন্যা করে লখিন্দরে।
গামছা ভিজায়ে মুখ পুঁছে বারেবারে॥

লখিন্দরের মুখ দেখি ক্ষেণে মুর্চ্ছা যায়।
মান্দাস উপরে কন্যা পড়ি গেল তায়॥
শিবা বলে শুন কন্যা আমার বচন।
শীঘ্র আন লখিন্দরে বাঁচাব এখন॥
এতেক শুনিঞে বেহুলা মান্দাস ফিরায়।
ধর্ম্ম স্মঙরিঞে তেহোঁ ত্যর পাশ যায়॥
তীরেতে মান্দাস কন্যা লাগায় সত্বর।
শিবা বলে ওলো কন্যা অবধান কর॥
শাড়ীর অঞ্চল কন্যা ঘুচাহ আপনি।
কেমন তোমার পতি দেখিব সে আমি॥
শাড়ীর অঞ্চল ঘুচায় বেহুলা সুন্দরী।
লখিন্দরের রূপে নিন্দা করএ বিজুরী॥
তাহা দেখ্যে শিবা ডোম চিন্তিল উপায়।
বেহুলাকে ঘরে নিব রাখিয়ে ইহায়॥
শিবা বলে ওলো কন্যা শুন মোর বাণী।
মরা মানুষ কোথা বাঁচে অদ্ভুত কাহিনী॥
মড়াকে ফেলিয়ে দেহ জলের ভিতরে।
তোমাকে নইঞে আমি যাইব সত্বরে॥
তোর রূপ দেখি কন্যা পীড়িত মদনে।
মুখ তুল্যে কথা কহ রাখহ জীবনে॥
এই মতে তিন কন্যা আমি সে পাইল।
এতদিনে বিধি মোরে সুপ্রসন্ন হৈল॥
চল চল ঘরে তুমি সুচন্দ্র-বদনী।
তোমার পাঞতে কন্যা বিকাইল আমি॥

কন্যা বলে ওরে ডোম শুনহ বচন।
প্রাণ ইচ্ছা আছে যদি পালারে এখন॥
প্রপঞ্চনা(১) করি ডোম ডাকিলে আমারে।
এমন কুচ্ছিত বোল কে সহিতে পারে॥
শিবা বলে কিছু মন্দ না বলিএ আমি।
মড়াকে ফেলিয়ে কন্যা চলহ অপুনি॥
কন্যা বলে ওরে ডোম শুনরে অবোধি।
উচ্ছন্ন করিব তোরে সাক্ষী থাক্য বিধি॥
তুঞি নীচ জাতি হইস্ আমি হই সতী।
দুষ্ট কথা মুখে বল এ নহে যুগতি॥
যদি প্রাণ ইচ্ছা, আছে শুনরে বর্ব্বর।
নহে প্রাণ গেল তোর আমার গোচর॥
ডোমা বলে এত যদি আছএ শকতি।
তবে কেনে কোলে করো্য আছ মরা পতি॥
ইহারে বাঁচাঞে কন্যা যাহ নিজ ঘর।
নতুবা তোমারে ধরি নইব সত্বর॥
কন্যা বলে ওরে ডোমা স্থির কর মন।
প্রাণ নঞে যাহ ডোমা আপন ভুবন॥
শিবা বলে শুন কন্যা বলিএ উত্তর।
তোমারে ধরিয়ে নিব আপনার ঘর॥
এতেক বলিএ শিবা অনুমান কৈল।
বেহুলা ধরিতে শিবা জলে ঝাঁপ দিল॥

(১) প্রবঞ্চনা।

বেহুলা বলে সাক্ষী থাক্য রবি শশী।
মান্দাস ছুইলে ডোমায় করিব ভস্মরাশি॥
অনাথ দেখিয়ে ডোমা করএ শকতি।
অবলারে করা দয়া দেব যদুপতি॥
শুন শুন শিবা ডোম বলি তোর পাশ।
অনাথ দেখিয়ে কেনে কর উপহাস॥
যাহ যাহ ওরে ডোম ফিরে যাহ ঘরে।
নতুবা তেজিবে প্রাণ আমার গোচরে॥
এতেক বলিয়ে কন্যা করএ রোদন।
এক দৃষ্টে চাহে কন্যা লখাইএর বদন॥
ডোমা বলে ওলো কন্যা কান্দিলে কি হব।
লখিন্দরে জলে ফেলে তোমারে নইব॥
তোমার রোদন দেখি ভয় নাঞি করি।
শীঘ্রগতি তোমারে নইব নিজ পুরী॥
কন্যা বলে ওরে ডোমা খাইলে কি লাজ।
আমার বিপত্য দেখে পথে পাড় ব্যাজ॥
আশ্বাস আমারে দিয়ে আনিলে এখন।
পথ রুদ্ধ কর ডোমা কিসের কারণ॥
প্রাণ ইচ্ছা থাকে পথ ছাড়হ সত্বরে।
নহে ভস্ম হবে আজি আমার গোচরে॥
শিবা বলে কত ছল দেখাহ বেহুলা।
কান্দিলে কি শিবা যাবে হইয়ে বিভোলা॥
এত বলি চলে শিবা মান্দাস ধরিতে।
বেহুলা বেণ্যানী তারে লাগিল কহিতে॥

শুন শুন ওরে ডোমা কহিএ যুগতি।
শীঘ্রগতি চলি যাহ আপন বসতি॥
তব মুখ দেখি কন্যা রহিব হেথাই।
আমারে করহ দয়া রাখিয়ে তথাই॥
কন্যা বলে ওরে ডোমা মরিলে এবার।
তেঞি হেন দুষ্ট বল আমার গোচর॥
দেব সাক্ষী করো কন্যা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
শিবা ডোম বলে ভয় দেখাহ কাহারে॥
একাকী আছহ কন্যা তোর শক্তি কিবা।
তোমারে অবশ্য ধরি নইবেক শিবা॥
কন্যা বলে হিতবাক্য না শুনিলি কাণে।
ভস্মরাশি হলি আজি আমার সদনে॥
শিবা বলে শুন ওলো বেহুলা রূপসী।
এই ডালী দিএ আমি কর ভস্মরাশি॥
যদি ডালী ভস্ম হয় আমার গোচরে।
নহে শীঘ্র ধরি নিব কে রাখিতে পারে॥
এতেক দেখিল বেহুলা সাহের নন্দিনী।
ধর্ম্ম সাক্ষী করো বেহুলা হাতে নিল পাণি
ডালীর উপরে জল সেঁচন করিল।
ডোমার সাক্ষাতে ডালী ভস্ম হয়ে গেল॥
তাহা দেখি শিবা ডোম মনে ভয় পায়।
নদী হৈতে উঠি শিবা গড়াগড়ি যায়॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ডোমা করে হায় হায়।
অপরাধ হৈল মাতা ক্ষমা কর দায়॥

অজ্ঞান অধম দুষ্ট বলিল তোমারে।
নিজ গুণে কর দয়া অধম পামরে॥
শুন ওলো কন্যা তুমি শুনহ বচন।
অপরাধ হৈল মাতা রাখহ জীবন॥
বেহুলা বলেন শিবা যাহ নিজ ঘর।
আমারে দিলেন দুঃখ দেব গদাধর॥
এতেক শুনিঞে শিবা বিদায় হইল।
বেহুলা বেণ্যানী তবে সত্বরে চলিল॥
ক্ষেমানন্দ বলে ভাই মনসার পায়।
মান্দাস লইয়ে বেহুলা ভাসিয়ে বেড়ায়॥

পাত্রধোবিনের সহিত বেহুলার সাক্ষাৎ।

কান্দিতে কান্দিতে যায় বেহুলা যুবতী।
স্বর্গেতে থাকয়ে তাহা দেখে পদ্মাবতী॥
মনসা বলিল ধোবিন কহিএ যুগতি।
লখিন্দর বেহুলার কি হবেক গতি॥
শুন শুন পাত্রধোবিন বলিএ তোমারে।
মর্ত্তভূমে পাছে নরে না সেবে আমারে॥
কি উপায় করি ধোবিন বলহ আমারে।
বেহুলা নইঞে যায় বালা লখিন্দরে॥
পাত্রধোবিন বলে চিন্তা নাঞিখ তোমার।
ইহার উপায় আমি করিব সত্বর॥

পাত্রধোবিন বিদায় হৈল মনসাগোচরে।
সত্বরে চলিল ধোবিন নদীর কিনারে॥
কাপড় কাচয়ে ধোবিন মনের কৌতুকে।
হেনকালে মান্দাসেতে বেহুলারে দেখে॥
পাত্র ধোবিন বলে কন্যা কোথা যাহ তুমি।
লখিন্দরে নঞে ধোবিন ভাস্তে যাছি আমি॥
ধোবিন বলে কোথা যাবে কহত আমারে।
বেহুলা বেণ্যানী তবে কহিল সত্বরে॥
ধোবিন বলে কি হৈল পরিচয় দে মোরে।
বেহুলা বলে মাল্য পতি লোহার বাসঘরে॥
পাত্রধোবিন বলে কন্যা কহত আমারে।
কিমতে মরিল কন্যা লোহার বাসঘরে॥
বেহুলা বলে মোর পতি বালা লখিন্দর।
বাসঁরে খাইল সাপে অবধান কর॥
ধোবিন বলে তবে তুমি যাইবে কোথারে।
অগ্নিক্রিয়া কর তুমি বালা লখিন্দরে॥
বেহুলা বলিল ধোবিন কহিএ তোমারে।
লখিন্দরের যেই গতি সেই গতি মোরে॥
ধোবিন বলে আস্ত কন্যা আমার গোচরে।
তো'রে জিজ্ঞাসিব কিছু আগুহ সত্বরে॥
বেহুলা বলে এইমতে দুঃখ দিল ডোমা।
সেইমত পাছে দুঃখ তুমি দিবে রামা॥
এত শুনি পাত্রধোবিন কহিল সত্বর।
ডোমার মত আমি না হইব বর্ব্বর॥

আস্ত আস্ত ওলো কন্যা তোর ভয় নাঞি।
প্রপঞ্চনা করি যদি দেবের দোহাই॥
এত শুনি নামে কন্যা মান্দাস হইতে।
মরা স্বামী নিল কন্যা আপন কোলেতে॥
ধোবিনের আগে কন্যা প্রণাম করিল।
লখিন্দরে দেখি ধোবিন কান্দিতে লাগিল॥
পাত্রধোবিন বলে কন্যা কহিএ যুগতি।
চল যাব যথা কন্যা বাঁচে তব পতি॥
ফুলের মঞ্চেতে তবে রাখি লখিন্দরে।
ধোবিন চলিল তবে লয়ে বেহুলারে॥

ধোবিন লইয়ে কন্যা দেবীর পাশে গেল।
মনসার সাক্ষাতে কন্যা ঢলিয়ে পড়িল॥
মনসা বলিল কন্যা কি হল্য তোমার।
কি হেতু কান্দিছ কন্যা আমার গোচর॥
ধূলায় গড়াগড়ি যায় বেহুলা তখন।
মনসা বলিল বাছা না কর ক্রন্দন॥
কি কারণে কান্দ কন্যা আমার গোচরে।
ধূলায় ধূসর পড়্যে মেদিনী-উপরে॥
উঠ উঠ ওলো কন্যা কি তোর হইল।
কি হেতু কান্দিছ কন্যা হইয়ে বিকল॥
বেহুলা কহিল মাতা আমি কহি বাণী।
বাসঘরে আমার মরিয়ে গেল স্বামী॥

বাসঘরে মোর পতি খাইল যে কালে।
অভাগী বেহুলা মাগো ভাসাইল জলে॥
তোমার সাক্ষাতে আমি করিল গমন।
মোর পতি বাঁচায় মাতা করি নিবেদন॥
মনসা হাসিয়ে তবে বলেন বচন॥
মরা মানুষ কোথা বাঁচে অদ্ভুত কথন।
মোর সাধ্য নাঞি কন্যা বাঁচত্যে তাহারে।
চেংগমুড়ী কাণী বলে তোমার শ্বশুরে॥
আমি কোন্ দেবতা আমারে মানে কে।
যথা মন কন্যা তুমি যাহ সে তথাকে॥
তোর শ্বশুর কৃপণ বড় কি বলিব তারে।
কড়ার পুষ্প জল চান্দ না দল আমারে॥
বেহুলা বলিল মাতা তেজ(১) অভিমান।
লখিন্দর বাঁচাল্যে মাগো হইব সম্মান॥
অবশ্য পূজিব শ্বশুর তোমার চরণ।
অভিমান তেজ বঁচায় চান্দের নন্দন॥
মনসা বলিল বাছা শুন গো বেহুলা।
তোর পতি মরিঞেছে লখিন্দর বালা॥
যদি আমি বাঁচাইব চান্দের নন্দনে।
পাছে মুঢ় চান্দ বাণ্যা না সেবে চরণে॥
বেহুলা বলিল মাতা নিবেদন করি।
অবশ্য পূজিব মাগো চান্দ অধিকারী॥

(১) ত্যজ।

পাত্রধোবিন বলে মাতা শুনগো কমলা।
বেহুলার বিনতি বড় বাঁচায় চান্দের বালা॥
ধোবিনের বচনে দেবী প্রতিজ্ঞা করিল।
লখিন্দরে বাঁচাইব বেহুলায় বলিল॥
বেহুলা বলে চল মাতা পৃথিবী ভুবনে।
শীঘ্রগতি চল মাতা করি নিবেদনে॥
বেহুলার সঙ্গে মাতা করিল গমন।
সমুদ্রের তীরে আসি দিল দরশন॥
যেখানে ডুব্যেছে চান্দের পুত্র যে সকলে।
বেহুলা বেণ্যানী তথা হইল বিকলে॥
নদীর কিনারে কন্যা চলিল তখন।
মনসা বলিল কন্যা আস্তহ এখন॥
তোমার এখানে ছয় ভাণ্ডর ডুব্যে মল্য জলে।
হেনকালে বেহুলা সে জোড়করে বলে॥
প্রাণদান দায় মাতা ছয় সহোদরে।
তবে গিয়ে বাঁচাবে সে বালা লখিন্দরে॥
মনসা বলিল বাছা তোরে আমি বলি।
লখিন্দরে বাঁচাইব না কর বিকুলি॥
ছয় ভাণ্ডর থাকুক তোর সমুদ্রের জলে।
এত বলি মনসা চলিল কুতূহলে॥
বেহুলা বলিল মাতা করি নিবেদন।
প্রাণদান দায় মাতা চান্দের নন্দন॥
বেহুলার বিকুলি দেখি ভাবে মনে মনে।
বরুণেরে আজ্ঞা দেবী দিলা ততক্ষণে॥

শুনহ বরুণ এই আমার বচন।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দেহ চান্দের নন্দন॥
শুনিঞে বরুণ তবে দেবের আজ্ঞা পাল্য।
ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র চান্দের ছাড়্যে দিল॥
উঠ উঠ বল্যে দেবী বলিতে লাগিল।
একে একে ছয় নৌকা ভাসিয়ে উঠিল॥
তাহা দেখি বেহুলার আনন্দিত মন।
লোটায়ে লোটায়ে ধরে মনসার চরণ॥
মনসার চরণে আমার মজ্যে গেল মন।
একে একে উঠে সব চান্দের নন্দন॥
মনসার চরণে সবে কৈল নমস্কার।
প্রণাম করি দাঁড়াইল দেবীর গোচর॥
মনসা বলিল বাছা চলহ সত্বর।
চল যথা পড়ি আছে বালা লখিন্দর॥
এতেক শুনিঞে তবে দেবীর বচন;
দেবীর সঙ্গেতে সব করিল গমন॥
যেখানে মালঞ্চ মধ্যে বালা লখিন্দর।
সেইখানে দেবী লয়ে গেলেন সত্বর॥
বেহুলা বলিল মাতা করি নিবেদন।
ওমা এই দেখ পড়্যে আছে চান্দের নন্দন॥
এতেক শুনিঞে দেবী চারিপানে চায়।
লখিন্দরে চিয়াইতে(১) চিন্তিল উপায়॥

---

১) চেতনা সম্পাদন করিতে,—জীবনদান করিতে।

মনসা-মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ গায়।
এইমত দয়া মাগো করিবে সভায়।

ডিঙ্গাসহ সদাগরের ছয় পুত্রের উদ্ধার।

হরি বল জন্ম গেল বস্তে থাক মিছা।
পলাইতে পথ নাঞি কাল আছে পিছা॥
তেঞি বলি ওরে জীব বস্তে করঁ কি।
এই বেলাতে ভজ হরি বিরল পাঞেছি,
রে ও ভাই॥
বেহুলা বলিল মাতা শুনগো কমলা।
অস্থি মাত্র আছে মাগো চিয়ায় নখাই বালা॥
মনসা বলিল কন্যা বলিএ তোমারে।
চান্দের পুত্র না বাঁচিব বালা লখিন্দরে॥
এত শুনি বেহুলার উড়িল পরাণ।
ভূমিতে পড়িল কন্যা হয়ে অগেয়ান॥
গড়াগড়ি ভুমে দেই মনসাগোচরে।
মনেতে ভাবিয়ে কন্যা কান্দে উচ্চস্বরে॥
হায় নখিন্দর বল্যে করএ ক্রন্দন।
কি উপায় করি এবে চান্দের নন্দন॥
বাপের ঘর শ্বশুর ঘর দুইত পূরিল।
মনে না বুঝিয়ে কুঙর তোমা সঙ্গে আল্য॥

যদি বা থাকিতুঁ কুঙর মাতা পিতার ঘরে।
ওহে তবে কেনে এত দুঃখ হইব আমারে॥
কোন লাজে যাব আমি পিতার ভুবনে।
তোমার সঙ্গেতে নথাই তেজিব জীবনে॥
অষ্টাদশ ভাই মোর ফিরাত্যে আইল।
মনে আশ ছিল লখাই বাক্য না শুনিল॥
যদি বা যাইত কুঙর উজানী নগরে।
তবে কেনে এত দুঃখ পাব বারেবারে॥
যা হবার তাই হল্য তোমায় কহি কথা।
বেহুলার ক্রন্দনেতে বৃক্ষের খসে পাতা॥
কান্দিতে কান্দিতে কন্যা অচেতন হল্য।
স্বর্গে দেবগণ তখন ডাকিয়ে বলিল॥
শুন গো মনসা বাঁচায় বালা লখিন্দরে।
তবে সেবা হবে তোমার জগত সংসারে॥
এতেক শুনিল মাতা দেবের বচন।
বেহুলায় বলিল বাছা উঠ গো এখন॥
হাতেতে ধরিলা তারে অনুগ্রহ করি।
ছুরি হাথে করো বস্তে বেহুলা সুন্দরী॥
বেহুলা বলিল মাতা করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে আমি তেজিব জীবন॥
মনসা বলিল কন্যা না কর ক্রন্দন।
তোমার বিকুলি দেখি স্থির নহে মন॥
বাঁচাব চান্দের পুত্র বলিএ বচন।
পাছে মূঢ় চান্দ বাণ্যা না সেবে চরণ॥

বেহুলা বলিল মাতা নিবেদন করি।
অবশ্য সেবিব মাতা চান্দ অধিকারী॥
চান্দের ছয় পুত্র তবে করে নিবেদন।
অবশ্য আমার পিতা সেবিবে চরণ॥
জোড়হাত করো তবে দাণ্ডায় তখনি।
চান্দ সদাগর মাগো দিব পুষ্প পানি॥
এতেক শুনিঞে দেবী ভাবে মনে মন।
লখিন্দরে চিয়াইতে বসিলা তখন॥
যত অস্থি জড় করি বসিলা কমলা।
আমার আজ্ঞাতে উঠ লখিন্দর বালা॥
মনসার মঙ্গলগীত শুনিতে সুন্দর।
একমন হয়ে ভাই শুন সব নর॥
ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করি নমস্কার।
শীঘ্রগতি চিয়ায় দেবি চান্দের কুমার।

লখিন্দরের প্রাণদান।

উঠ উঠ রে লখিন্দর আমি তোরে বলি।
ও রে বেহুলা বাণ্যানী বাছারে করিছে বিকুলি॥
তোর বাপ করিল বাদ রে মনসার সনে।
তেঞি তোর হেন গতিরে বলেন আপনে॥
আড়চোখে চাহে চান্দরে মোচড়ায় দাড়ী।
বলে কোমর ভাঙ্গিব সাপারে হেন্তালের বাড়ী॥

কড়ার পুষ্পজল বাছারে মাগিল তাহারে।
চেঙ্গমুড়ী বল্যে চান্দরে গালি দিল মোরে॥
অনেক কহিলাম বাছারে হিত যে বচন।
অহঙ্কার করে চান্দরে না শুনে তখন॥
আমার সঙ্গেতে বাদ রে কৈল সদাগর।
ওরে বাণিজ্য করিতে গেলরে সিংঘল সফর॥
যখন বাণিজ্য করি সাধু আস্তেন দেশেতে।
সাধুর পাশে গেলাম আমি ভিক্ষা যে মাগিতে॥
এক কড়া করি দিতে রে বৈল সদাগর।
আমি ক্রোধ কর্য্যে বাছারে গেলাম নিজ ঘর॥
আমার ক্রোধেতে বাছারে সর্ব্বনাশ হল্য।
তোর ছয় ভাই জলেরে ডুবিয়ে মরিল॥
পথে আস্তে চান্দ বাণ্যারে ভাবে মনেমন।
তোমার জনম শুনিরে আনন্দিত মন॥
তোমার সম্বন্ধ কৈলরে উজানী নগরে।
সম্বন্ধ করিয়ে চান্দ রে হরিষ অন্তরে॥
লোহার বাসরঘর বাছারে বনাল্য তোর বাপে।
মনেতে করিল চান্দ রে কি করিব সাপে॥
লোহার বাসঘরে বাছারে খাল্য তোরে কালে।
ওরে বাসরে করিল রাড় রে অবলা ছা(ও)য়ালে॥
বেউলার বিকুলি দেখি রে আমি দয়া কৈল।
তোর ছয় ভাই বাছারে বাঁচায়ে আসিল॥
মূঢ়মতি চান্দ বাণ্যা রে কি বলিব তারে।
বেহুলার দেখিয়ে দয়া না কৈল একবারে॥

ছয় ভাই দাঁড়ায়ে তোর রে নদীর কিনারে।
উঠ বাছা লখিন্দররে চল যাব ঘরে॥
তোর বাপ না পূজিল রে আমার চরণ।
তেঞি তোর বাসঘরেরে হইল মরণ॥
বেহুলা বলিল মাতা আমি কহি এবে।
অস্থিকে কহিলে মাতাগো তোমার কি হইবে॥
কেনে ছল কর মাতা করি নিবেদন।
দয়া করি লখিন্দরের মা দেহত জীবন॥
এতেক শুনিঞে দেবী ভাবিতে লাগিল।
চিয়ান-মন্ত্র মনসা মা বলিতে লাগিল॥

চিয়ান-মন্ত্র।

দেবী বলে সাক্ষী থাক্য যত দেবগণ।
মরা লখিন্দরের প্রাণদান দিব সে এখন॥
জয় শিব ভোলানাথ হে জয় কাশীনাথ।
উঠুক বাণিয়ার পো হে আমার সাক্ষাৎ।
কমণ্ডলুর জল মনসা ছিটেন আপনে।
বিঅনীর বায়ে বিষ রে উড়াল্য গগনে॥

পানিসার মন্ত্র। উড়ান মন্ত্র।

সব বিষ দূরে ভাইরে গেল ততক্ষণ।
লখিন্দর উঠিয়ে দেখে রে মনসার চরণ॥
লখিন্দর বলে বেহুলা কি কর্ম্ম করিলে।
বাসর ছাড়িয়ে কেনেলো হেতাকে আনিলে॥
ইনি কেবা বটেন কন্যা লো পরিচয় দে মোরে।
কি কারণে হেতা আ'লি লো নদীর কিনারে॥

বেহুলা বলিল বাণ্যা করি নিবেদন।
বাসরে তোমার কুঙর হে গেছিল জীবন॥
লখিন্দর বলে বেহুলা তোরে কহি বাণী।
বাসরে কেমনে কন্যা লো মরে ছিলেঞি আমি॥
অদ্ভুত কথন এই লো বাসরে মরণ।
সত্য বল ওলো কন্যা শুনিব এখন॥
বেহুলা বলিল বাণ্যা সাপের দংশনে।
এই হেতু বাসরে তোমার গেছিল জীবনে॥
তোমারে লইয়ে বাণ্যা আইল একেশ্বরে।
একেশ্বরে ভাস্যে যাই হে গাঙ্গুড়ির জলে॥
পথের বিপত্য যত করি নিবেদন।
ভাকুর মচ্ছের গুণ হইল স্মঙরণ॥
বেহুলা বেণ্যানী বলে করিয়ে বিকুলী।
ওমা লখিন্দরের মচ্ছরাজ খাইল অঙ্গুলি॥
অঙ্গুলি আনিঞে দেহ করি নিবেদনে।
নির্ম্মল তোমার যশ গো রহিল ভুবনে॥
এতেক শুনিঞে দেবী উপায় চিন্তিল।
জালু মালু বল্যে দেবী তিন ডাক দিল॥
জালু মালু দুই ভাই করিল গমন।
মনসার সাক্ষাতে যাঞে বন্দিল চরণ॥
জালু বলে শুন মাতা গো কি কর্ম্ম করিব।
কোন আজ্ঞা হয় মাতা কোথাকে যাইব॥
দেবী বলে ভাকুর মৎস্য গাঙ্গুড়ির জলে।
শীঘ্রগতি জাল ফেল্যে ধর কুতূহলে॥

জালু বলে কোনমতে চিনিব তাহায়।
দেবী বলে মৎস্য পড়িবে আমার আজ্ঞায়॥
জালু মালু জাল ফেলে গাঙ্গুড়্যার জলে।
সেই জালে মৎস্যরাজ লাগিল সত্বরে॥
মনসা গোচরে মৎস্য জালু আনি দিল।
মনসার আজ্ঞায় মৎস্য অঙ্গুলিটী দিল॥
লখিন্দরের পাএ অঙ্গুলি লাগাল্য তখন।
তা দেখিয়ে বেহুলার আনন্দিত মন॥
শুন শুন লখিন্দর বচন আমার।
পথের মধ্যে ধোবিনেরে করিল গোচর॥
অনেক আশ্বাস ধোবিন দিল সে আমারে।
ক্রন্দন না কর কন্যা কহিএ তোমারে॥
ধোবিনের বচন আমি মস্তকে ধরিল।
দেবতার সাক্ষাতে যাইতে মনেতে করিল॥
তোমারে মালঞ্চে রাখি করিল গমন।
সেখানে ধরিল যাঞে হে মনসার চরণ॥
আপনে আইলা দেবী মোরে কৃপা করে।
দেখিতে দেখিতে প্রাণদান দিলা ছয় যে ভাশুরে॥
তবেত আইল বাণ্যা তোমার সদন।
সত্য করাইল তাহে শুনহ বচন॥
যদি শ্বশুর না পূজিব মনসা চরণ।
তবে পুন মর্য্যে যাবে হে ভাই সাতজন॥
এত শুনি লখিন্দর আনন্দিত হৈল।
মনসা চরণে বেণ্যা প্রণাম করিল॥

লখিন্দর বলে মাতা করি নিবেদন।
অবশ্য আমার পিতা গো সেবিব চরণ॥
এত বলি সাত ভাই যায় গড়াগড়ি।
আমায় কৃপা করো আস্য মা জগৎ ঈশ্বরী॥
মনসা বলিল বাছা যাব তোমার ঘরে।
পাছে মূঢ় চান্দ বাণ্যা রে না সেবে আমারে॥
মূঢ়মতি চান্দ বাণ্যা বড়ই কৃপণ।
পাছে ঘরে গেলে বাছা রে বলে কুবচন॥
লখিন্দর বলে মাতা চল শীঘ্রগতি।
অবশ্য সেবিব মাতা গো চান্দ অধিপতি॥
চান্দের পুত্র লয়ে ভবে দেবীর গমন।
সুচম্পানগরে যাঞে দিল দরশন॥
শুন শুন পদ্মাবতি বলিএ তোমারে।
এইবার করিবে দয়া অধম পামরে॥
ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করিয়ে ভকতি।
আমারে করহ দয়া দেবি পদ্মাবতি॥

পূজা লইতে সদাগর-ভবনে দেবীর আগমন।

রাম বল জন্ম গেল শুন ওরে ভাই।
মরিলে মনুষ্যজন্ম আর হবে নাঞি
গো আগো দেবি॥
লখিন্দর গ্রামে আইল বার্ত্তা গেল ঘরে।
চান্দ সদাগর তবে বলে সনকারে॥
চান্দ বলে সনকা আজি সুপ্রভাত হৈল।
আপনে সে সাত পুত্র মোর ঘরে আল্য॥
চল চল সনকা আনিব পুত্রগণে।
এত বলি চান্দ বেণ্যা করিল গমনে॥
গ্রামের উপান্তে দেখে সাত যে নন্দন।
দেখিয়ে সে চান্দ বেণ্যা আনন্দিত মন॥
একে একে সাত পুত্রে কৈল নিরীক্ষণ।
কিমতে তোমরা সভে পাইলে জীবন॥
লখিন্দর বলে বাপা নিবেদন করি।
সভাকে বাঁচাল্য বাপা বেহুলা সুন্দরী॥
বেহুলার গুণ বাপা কি বলিব আমি।
আপনে উপায় কর্য্যে দিল মোদের প্রাণী॥
সতী কন্যা বেহুলা সে দেব-শক্তি ধরে।
মরা মানুষ বাঁচাইল করিয়ে প্রকারে॥
আমারে রাখিয়ে বেউলা গেলা স্বর্গপুরে।
অনেক করিলা স্তুতি দেবীর গোচরে॥

বেহুলার ভক্তি দেখি দেবী দয়া কৈল।
বাঁচাব চান্দের পুত্র প্রতিজ্ঞা করিল॥
বেহুলার সঙ্গে দেবী আইলা আপনে।
একে একে প্রাণ দান দিল সাতজনে॥
তাহা শুনি চান্দ বেণ্যা আনন্দিত মন।
ওরে সন্দুকেতে (স্তন্দনেতে ?) কেবা বটে
পুছিলু কারণ॥

বেহুলা লখিন্দরে তবে করেন বিনতি।
দয়া করো আছেছেন মা দেবী পদ্মাবতী।
এত শুনি চান্দ বেণ্যা বলিতে লাগিল।
কালকে আনিলে বাছা সর্ব্বনাশ হল্য॥
উহার কারণে বাছা মরেছিলে তুমি।
মোর কর্ম্মফলে বাছা আইলে আপুনি॥
উহাকে পাঠায় বাছা যথা উহার ঘর।
লখিন্দর বলে বাপা অবধান কর॥
আমি বলি ওহে বাপা মন দিঞে শুন।
ভক্তি করি পূজ বাপা মনসার চরণ॥
চান্দ বলে কি বলিলে আমার নন্দন।
চোদ্দমুড়ীর কেমনে সে পূজিব চরণ॥
যদি মোর সর্ব্বনাশ পুনর্ব্বার হয়।
তথাপি না পূজি আমি কহিল নিশ্চয়॥
দূর হও ওরে বাছা বলিএ তোমারে।
উহাকে দেখিয়ে ক্রোধে দহিছে শরীরে॥

দূর কর দূর কর বলে ঘনে ঘন।
তাহা শুনি মনসা মা ক্রোধ কৈলা মন॥
দেবী বলে শুন বেউলা কহিএ তোমায়।
অপমান করিতে বেউলা আসিলে আমায়॥
বেহুলা বলিল মাতা না কর ক্রোধ মন।
অবশ্য সেবিব শ্বশুর তোমার চরণ॥
এতেক বলিয়ে তবে বেহুলা সুন্দরী।
চান্দ সদাগরের পায় ধরে দৃঢ় করি॥
লখিন্দর আর তার ছয় সহোদর।
শীঘ্রগতি গেল তবে চান্দের গোচর॥
প্রণাম করিল সভে চান্দের চরণে।
শুন শুন ওহে বাপা করি নিবেদনে॥
মনসার যদি বাপা না সেব চরণ।
তোমার সাক্ষাতে বাপা তেজিব জীবন॥
আমাকে পাইয়ে বাপা পূজহ আপুনি।
অনেক উপায় কৈলা জগতজননী॥
শুন শুন লখিন্দর বলিএ তোমায়।
প্রায় বুঝি অপমান করাবে উহায়॥
ঘরকে পাঠায় উহায় কিছু দেহ কড়ি।
নতুবা খাইবে আজি হেন্তালের বাড়ি॥
শিবকে ছাড়িয়ে উহার ভজিব চরণ
এমন কুৎসিত আপা করে কোন জন॥
ক্রোধমুখে চান্দ বেণ্যা বলএ আপুনি।
ইহার ঘরে ল চান্দ দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

কত ভয় দেখায় ভয় নাঞি করি।
শীঘ্রগতি যাহ দেবী আপন নগরী॥
পুত্রবধূর চান্দ বেণ্যার কিছু নাঞি কাজ।
চেঙমুড়ী পুজিলে সে বড় পাব লাজ॥
শীঘ্রগতি যাহ দেবী আপন ভুবন।
নতুবা ইহার ফল পাইবে এখন॥
এত শুনি মনসা মা ক্রোধ করি যায়।
লখিন্দর বেহুলায় ধরিলেক পায়॥
শুন শুন পদ্মাবতী থির কর মন।
অবশ্য পূজিব চান্দ তোমার চরণ॥
মনসাকে ফিরাইয়ে ভাবএ বিষাদ।
মূঢ় চান্দ বেণ্যা এই না ছাড়িবে বাদ॥
শুন শুন ওহে বাপা স্থির কর মন।
একবার পূজ বাপা মনসার চরণ॥
এতেক কহিএ সবে গড়াগড়ি যায়।
লোটায়ে লোটায়ে ধরে চান্দ বেণ্যার পায়॥
সনকা বলিল বাণ্যা কঠিন তোমার মন।
ধূলাতে ধূসর পড়্যে আমার নন্দন॥
পুষ্পজল দেবীকে দায় আমি কহি বাণী।
মরাপুত্র চান্দ বাণ্যা পাইলে আপুনি॥
চান্দ সদাগর বলে পুজিব উহারে।
উঠ উঠ সব পুত্র বলিএ তোমারে॥
এতেক শুনিঞে তবে উঠিয়ে বসিল।
চান্দ বেণ্যা মনে মনে ভাবিতে লাগিল॥

অনেক উপায় ছুড়ী করিল আপনি।
ছেল্যার উপরোধে আমি দিব পুষ্পপানি॥
চান্দ বেণ্যা মনে মনে ভাবিতে লাগিল।
দুই শিব কোলে করি সিনাত্যে চলিল॥
সিনান করিয়ে চান্দ চলিল সত্বরে।
মনের আনন্দে পূজে ভোলা মহেশ্বরে॥
শিবের সেবা করি তবে আনন্দিত মন।
চান্দ বলে পূজি এবে চেঙ্গমুড়ার চরণ॥
পূর্ব্বদিগে মনসার করিল আসন।
পশ্চিম মুখেতে চান্দ বসিলা তখন॥
জয় ভেবী বল্যে বেণ্যা দেই পুষ্পপানি।
তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগৎজননী॥
দৈবের নিবন্ধ ভাই কে করে খণ্ডনে।
ভেবী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদনে॥
পুষ্প জল ধূপ দীপ দিল সদাগর।
তুষ্ট হঞে মনসা মা তারে দিল বর॥
পূজিতে পূজিতে চান্দের দিব্যজ্ঞান হল্য।
পশ্চিম মুখ তেজ্যে চান্দের পূর্ব্বমুখ হল্য॥
মনসায় পূজিয়ে চান্দের আনন্দিত মন।
প্রণাম করিল চান্দ অতি বিলক্ষণ॥
শুন শুন পদ্মাবতী বলিএ তোমারে।
নিজ গুণে কর দয়া অধম পামরে॥
সাত বধূ চান্দ বেণ্যা ডাকিল তখন।
শাঁখা সোণা চান্দ বেণ্যা দেই ততক্ষণ॥

চান্দের সাত বধূ যে বিধবা হঞেছিল।
মনসা সাক্ষাতে সব সিন্দূর পরিল॥
সহ পরিবার চান্দ প্রণাম করিল।
প্রসন্ন হইয়ে দেবী তারে বর দিল॥
মনসা বিদায় হৈল চান্দের সদনে।
কৈলাসেতে গেল মাতা আনন্দিত মনে॥
চান্দ বেণ্যার হৈল তবে আনন্দিত মন।
পুত্রবধূ নিজ ঘরে লইল তখন॥
মনসা মা নিজঘরে করুন বিশ্রাম।
সভাকে কমলা দেবী দিয় বরদান॥
চান্দ বেণ্যা মনে মনে উপায় চিন্তিল;
যতেক কুটুম্বগণে নিমন্ত্রণ কৈল॥
আইল সকল বেণ্যা চান্দের ভুবনে।
ব্রাহ্মণ-ভোজন আগে করাল্য তখনে॥
দক্ষিণা দিলেন চান্দ যত দ্বিজগণে।
একে একে বিদায় হইল চান্দের স্থানে॥
কুটুম্বের ভক্ষ্য ভোজ্য হইল তৎপর।
অনেক সম্মান করে চান্দ সদাগর॥
সব বেণ্যা বিদায় হয়ে করিল গমন।
তাহাদিগে চান্দ বেণ্যা কৈল সম্ভাষণ॥
অবজ্ঞা না কর ভাই বলিএ সভারে।
অবজ্ঞা করিলে দুঃখ পাইবে সে নরে॥
মনসা চরণে আমার মজ্যে গেল চিত।
ভাসানের গীত বল হইল সমাপ্ত॥'

মনসা-মঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দে গায়।
বিপত্তে পড়িলে দেবি রাখিবে আমায়॥

লিখিতং শ্রীপতিত পটনাএক সাকিম ভিম্-ডিহা(১) পরগণে নাখ্‌দা চাকলে পঞ্চকোট। যথাদৃষ্টং ইত্যাদি—

পুস্তকমিদং শ্রীছিরু মাঝি, সাকিম রুদড়া পরগণে নাখদা। ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৪ই শ্রাবণ।

সমাপ্ত।

(১) পুরুলিয়া সহরের দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

পরিশিষ্ট।

১৮৭০ শকে মুদ্রিত মনসার ভাসান নামক পুস্তকে ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত বেহুলার রোদনটী এইরূপ,—

কালিনী খাইল পতি।
প্রাণনাথ কোলে সতী॥
কি হৈল কি হৈল মোরে।
প্রভু কেন হেন করে॥
বদন চাঁদের দ্যুতি।
মলিন হইল অতি॥
বদনে নাহিক বাণী।
অভাগিনী কিবা জানি॥
নরলোকে কবে বা কি।
বেহুলা বেণ্যার ঝি॥
প্রভুর বদন চাইয়া।
দগ্ধে রে দারুণ হিয়া॥
কপালে কি মোর ছিল।
বিভা রাত্রে পতি মৈল॥
মঙ্গল বিভার নিশি।
মুখ যার পূর্ণশশী॥
খাইনু আপন পতি।
কে মোরে বলিবে সতী॥

বদনে বদন দিয়া।
নয়নে নয়ন দিয়া॥
চরণ যুগল ধরি।
ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি॥
কখন শ্রবণমূলে।
মোরে সঙ্গে লহ বলে॥
তুমি আমার নীলমণি।
তোমা বিনে কিবা জানি॥
কাতর হইয়া রামা।
কান্দিলেন নাহি ক্ষমা॥
করুণা করিয়া কান্দে।
কেশপাশ নাহি বান্ধে॥
আমি হৈল পতিদণ্ডী।
বাসরে হইনু রাণ্ডী॥
ক্ষেমানন্দ কহে কবি।
রাজীবে রাখিবে দেবী॥

প্রাণনাথে ধরে, লোহার বাসরে,
বেহুলা নাচনী কান্দে।
কেশ ছারখার, মুক্ত কেশভার,
দোসর নাহিক সাথে॥
সঙ্গেতে কেবল, নেউল অনুবল,
কোথা গেল ধন্বন্তরি।
কাল নিদ্রা দিয়া, কালিনী আসিয়া,
মোর প্রভু কৈল চুরি॥

বড় মনস্তাপ, নাথে দংশে সাপ,
মনসা লাগিয়া বাদে।
দুঃখে ফাটে হিয়া, ওমুখ চাহিয়া,
এই বলে সদা কান্দে॥
হেম জিনি অঙ্গ, সহজে সুরঙ্গ,
বিষম বিষে হৈল কালি।
খণ্ড কপালিনী, আমি অভাগিনী,
কেবা দিল শাপ গালি॥
কালীর বিষজ্বাল, মুখে গোটানাল,
চক্ষে কিছু নাহি দেখে।
লোহার বাসরে, চলে প্রাণবরে,
বেহুলা কর্ণেতে ডাকে॥
তোমার লাগিয়া, রজনী জাগিয়া,
কাল নিদ্রা আইল শেষে।
মোর প্রাণধন, লইল কোন জন,
না জানি যাব কোন দেশে॥
শিরে হানে হাত, উঠ প্রাণনাথ,
ধরণে না যায় হিয়া।
আমি অভাগিনী, খণ্ডকপালিনী,
কোথা গেলে ফাঁকি দিয়া॥
দেবী-[illegible], ক্ষেমানন্দ বলে,
তোমার সকল মায়া।
[illegible] [illegible], হবে [illegible],
মোরে দিবে পদ ছায়া॥